অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৬৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৩৻৹, ডাক মাশুল ৻৹, ত্রৈমাসিক ২৷৵৹, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ৮৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹টাকা
বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পঁক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵৹আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।৹আনা।

৭ম ভাগ | কলিকাতাঃ— ৪ঠা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং১৯এ নবেম্বর ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। | ৪১ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

অমরনাথ নাটক।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রণীত। মূল্য ১ এক টাকা ডাকমাশুল ৵৹ আনা। কলিকাতা ষ্টানহোপ প্রেস ও পটলডাঙ্গার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। (মা—শে)

কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ!

নাটক।

এই পুস্তক ঢাকা বাবুর বাজার বাবু কিশোরি লাল রায় চৌধুরি মহাশয়ের বাসায় গ্রন্থকারের নিকট ও এন্, কে, চট্টোপাধ্যায়ের ...টুলি রাখাল দাস বন্দ্যোপা... পো... দোকানে পাওয়া যাইবে

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ

প্রায় একবার সেবনেই যন্ত্রণা যায় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে। উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭১ নং ভবনে পাওয়া যায়। মূল্য ৩৷৹।

হানিমানের জীবন ও ওলাউঠার চিকিৎসা।

একত্রে মূল্য ৷৹ আনা, ডাকমাশুল ৵৹ আনা। কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রারিতে প্রাপ্তব্য।

হোমিওপেথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রথম ভাগ,

প্রথম খণ্ড। শ্রীবিহারি লাল ভাদুড়ি প্রণীত। মূল্য ১৷৹, ডাক মাশুল ৵৹। অন্যান্য খণ্ড মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে। কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট ৩৪ নং ভবনে মূল্য পাঠাইলে পাওয়া যাইবে।

শ্রীহর লাল রায় প্রণীত নাটক।

হেমলতা। ২ য় সংস্করণ, ১ টাকা মাসুল ৵৹।
বঙ্গের সুখাবসান। ১ টাকা মাসুল ৵৹।
রুদ্রপাল ৻৹ আনা, মাসুল ৴৹ আনা।
শত্রু সংহার (শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।)
কলেজ ষ্টিট ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

মফস্বল এজেন্সি।

মফস্বলবাসী রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগের কলিকাতায় যদি কোন দ্রব্য খরিদ করিতে হয় তাহা আমাদিগকে লিখিলে আমরা অতি সত্বর ও স্বল্প মূল্যে তাহা ক্রয় করিয়া যথা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছি। যত টাকার জিনিশ খরিদ হইবে তাহার প্রতি শতকরা আমরা পাঁচ টাকা কমিসন কাটিয় লইব। অর্ডারের সঙ্গে ২ টাকা পাঠাইতে হইবে। অমৃত বাজার পত্রিকার প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের বরাবর অর্ডার ও টাকা পাঠাইলে আমরা তাহা প্রাপ্ত হইব। কাহারো কোন পুস্তক কি অন্য কোন বিষয় ছাপাইয়া লইতে হইলে তাহারো বিশেষ সুবিধা করিয়া দিতে পারি।

শ্রীঅনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

কাপড়, পুস্ত... ষ্টেসনারি, ফার্ণিচার ইত্যাদি যত প্রকার দ্রব্য কলি...তায় পাওয়া যায় তাহা আমরা প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছি। এতদ্ভিন্ন অল্প সুদে যত টাকা হউক কর্জ্জ করিতে হইলে তাহা... যোগাড় করিয়া দিতে পারিব।

CALCUTTA NOV 20

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুন পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃ... ...স্তু পীড়া মেলেরিয়া ব... ...হার ... মূল্য ...

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এক কালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷৹ টাকামায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ।

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১৷৹ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারি লাল ভাদুড়ীর নিকট পাওয়া যাইবে

শ্রীচন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

বহুমূত্র পীড়ার মহৌষধ।

ইহা নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সামান্য বহুমূত্র এবং দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা ও মস্তিস্কের হীনবল প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার মূত্রাধিক্য ও মধুমেহ পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এক মাসের ব্যবহারোপযুক্ত

ঔষধ ১ কৌটা	৫ টাকা
ঘৃত ১ শিশি	৪ টাকা
তৈল ১ ঐ	৪ টাকা
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	২ টাকা

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় কেশ হীনতা (টাক) দূর ও কেশ অকারণ পক্বতা প্রাপ্ত না হইয়া বিশিষ্ট রূপ বর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য, মস্তিষ্ক সুশীতল ও চক্ষুর্জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি মনোহর গন্ধযুক্ত মূল্য ১ শিশি ২ ডাকমাশুল ।৵৹ আনা

দন্তশোধন চূর্ণ।

ইহা নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার দন্ত রোগারোগ্য, দন্তমূল দৃঢ়, মুখ দুর্গন্ধ দূর এবং দন্ত উত্তম শুভ্র বর্ণ হয়।

১ কৌটা ৷৹ ডাকমাশুল ।৹ আনা

সুধাংশুদ্রব।

ইহা দ্বারা মুখ মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন (অর্থাৎ মেচেতা) ও ব্রণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শুষ্ক ত্বক কোমল ও পরিষ্কার হইয়া মুখশ্রী সমধিক বর্দ্ধিত ও ...র্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় এবং ছুলি, ঘামা... ...আরোগ্য হয়। উহা সদ্গন্ধযুক্ত। ... ডাকমাশুল ।৵৹ ... ১ শিশি ৻৹ ...

শ্রীবিনোদ লাল সেন গুপ্ত
কবিরাজ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

হিন্দু ও মুসলমান।

হিন্দুরা এ দেশের আদিম বাসিন্দা নন। ইহারা দূর দেশ হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার এবং এখানে অবস্থিতি করেন। মুসলমানেরাও এই রূপ এখানে অবস্থিতি করেন। আবার ফিরিঙ্গিরাও বিদেশ হইতে এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। হিন্দুরা যদিও বিদেশীয় তথাচ ইহারা এত দীর্ঘ কাল এখানে আসিয়ছেন যে তাহাদের স্মরণও নাই যে তাহারা অপর দেশ হইতে এখানে আগমন করিয়াছেন, তাহারা যে স্থান হইতে প্রথম এখানে অবতীর্ণ হন তাহারাও নাম ও চিহ্ন জগত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের এখনও স্মরণ আছে যে তাহারা বিদেশী, তাহারা যে স্থান হইতে প্রথম এখানে অবতীর্ণ হন, যে জাতি হইতে তাহারা উৎপন্ন সে সমুদয় এখনও জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, তাহাদের ধর্ম্মের ও তীর্থের স্থান এখনও বিদেশে, এবং হিন্দুস্থানে তাহারা এখনো কতক বিদেশী ভাবে অবস্থিতি করেন। ফিরিঙ্গিরা অনন্য উপায় নতুবা তাহারা এদেশে থাকিতেন না। তাহারা এখন সুযোগ পাইলে অন্য দেশে গমন করেন। ভারতবর্ষের প্রতি এখনো তাহাদের মমতা জন্মে নাই। এই তিন জাতির ভারতবর্ষে অবস্থিতি এবং যত দিন এই তিন জাতির মধ্যে ঐক্য না হইতেছে তত দিন দেশের উদ্ধার নাই।

ইংরাজেরা যখন ভারতবর্ষ অধিকার করেন তখন ফিরিঙ্গি জাতির উৎপত্তি হয় নাই, তখন এখানে মুসলমান ও হিন্দুরা বাস করিতেন। ইংরাজেরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া কেবল হিন্দুদিগের উপর আধিপত্য সংস্থাপন করেন না, মুসলমান ও হিন্দুর এক দশা হয়। হিন্দু মুসলমান উভয়ই ইংর... অধীনে আইসেন। উভয় জাতিই ইংরাজ রা... প্রজা হন। ইংরাজ অধিকারে যে মঙ্গল ও ... হইয়া থাকে তাহা উভয়ই ভোগ করেন।

ফিরিঙ্গিরা এ দেশকে এখন স্বদেশ জ্ঞান করেন না, কিন্তু তাহারা যদি সুবোধ হন তবে তাহারা দেখিতে পাইবেন যে এ দেশ ভিন্ন তাহাদের আর উপায় নাই। ইংরাজেরা তাহাদিগকে কখনই সমাজে স্থান দিবেন না। তাহাদের প্রতি ইংরাজদিগের কিরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা তাহা লণ্ডন নগরের প্রধানতম পত্রিকা টাইমসে প্রকাশিত হইয়াছে। এ দেশীয়দিগেরও ফিরিঙ্গিদিগের প্রতি প্রায় তুল্য ভক্তি। কিন্তু তাহারা যদি আমাদিগের সঙ্গে যোগ দেন তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করি। ভারতবর্ষের ভারি দুরবস্থা। দেশের উন্নতি করা এখন সর্ব্ব প্রধান কাজ। তাহারা দেশের বিস্তর উপকার করিতে পারেন। আমরা দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাদের প্রতি আত্মীয়তা দেখাইতে প্রস্তুত আছি।

তবে ফিরিঙ্গিরা সাহেব। সাহেবেরা দেবতা। তাহারা আমাদের ন্যায় নর লোকের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে ঘৃণা বোধ করিতে পারেন, কিন্তু মুসলমান ও হিন্দু ইহাদের ত এ দেশ ভিন্ন আর গতি ন... তাহারা কেন পরস্পর বিবাদ করিয়া দে... করেন। ইংরাজেরা শুদ্ধ বাহুব... না। এ দেশ অধিকার করার তাহাদের প্রধান কৌশল ঘাও বিবাদ করিয়া দেওয়া। ঘরেয়া বিবাদ বাধাইয়া দিয়া ইংরাজেরা এখানে প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন এবং সেই কৌশল অবলম্বন করিয়া এই সুদীর্ঘ রাজ্য শাসন ও এই কোটী২ লোককে সহজে যন্ত্রের ন্যায় চালনা করিতেছেন। মুসলমানদিগের সঙ্গে হিন্দুদিগের আন্তরিক সৌহৃদ্যতা কখনই ছিল না। ইংরাজেরা এ দেশে আসিয়া ইহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন এবং যে দিন তাহারা ইহা দেখেন সেই দিন তাহারা ভারতবর্ষ অধিকার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। তাহারা ক্রমে দেশ লইয়াছেন এবং এই বিবাদ জীবন্ত ভাবে রাখিয়া এখনে সুখ সাগরে ভাসিতেছেন। তাহাদের এ বিবাদে স্বার্থ আছে। তাহারা এই বিবাদ বাধাইয়া, বিবাদ জীবন্ত ভাবে রাখিয়া তাহাদের বুদ্ধির বিদ্যার ও রাজ কৌশলের পরিচয় দেন। আমাদের অনিষ্ট না হইত এবং আমাদের রাজ পুরুষেরা তাহাদের এরূপ রাজ নীতি কৌশলের পরিচয় দিতেন তাহাতে আমাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু দুঃখের মধ্যে এই যে ইহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি হয়। সে যাহা হউক আমরা আত্ম কলহের বিশিষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। দেশ গিয়াছে, ধন মান সমুদয় গিয়াছে, দেশের দুর্দ্দশার শেষ হইয়াছে। আর বিবাদ করিয়া কাজ কি? মুসলমানেরা একাকী ভারতবর্ষে রাজ্য না করিতে পারেন কি হিন্দুরা একাকী ভারতবর্ষ রাজ্য না করিতে পারেন, কিন্তু এ দুই জাতি যদি সৌহৃদ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হন তবে উভয় জাতির অনেক অভাব দূর হয়। হিন্দুরা বুদ্ধিমান, কৌশলী, মুসলমানের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ও বৈরি বিদ্বেষী, মুসলমানেরা উৎসাহী, তেজিয়ান, তীব্র স্বভাব, হিন্দুরা শান্ত, ধীর, ও বিবেচক। একটি জাতি সৃষ্টি হইতে যে সমুদয় উপকরণ প্রয়োজন তাহা ভারতবর্ষে সমুদয় আছে। একত্রিত হইলে অচিরাৎ দেশের উন্নতি হইতে পারে। ইংলণ্ডে, অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছেন, যখন বুদ্ধির প্রয়োজন তখন তাহারা আসিয়া উপস্থিত হন; অদ্বিতীয় ...ন আছেন, বিদ্যার প্রয়োজন হইলে তাহারা ... উপস্থিত হন; আবার যখন আসুরিক প্রয়োজন হয়, যখন সহস্র লোককে স্থির-...জ্ঞ তরবার দ্বারা ছেদন করিতে হইবে, যখন শত্রু রক্তে মেদিনী সিক্ত করিতে হইবে, যখন অগ্নি বৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৈরী নির্য্যাতন করিতে হইবে, সে সময়ের নিমিত্তও লক্ষ২ লোক ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছে। ইহারা রক্ত দেখিলে নৃত্য করে, ব্যাঘ্র ও ভল্লুকের ন্যায় শত্রু নির্য্যাতনে আনন্দ প্রকাশ করে, তাহারা মনুষ্যাকার বিশিষ্ট পশু। এই সমুদয় উপকরণ থাকাতে ইংলণ্ডে যখন যাহার প্রয়োজন হয় তখন তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পৃথিবীতে এখন বিদ্যা বুদ্ধি ও বাহুবল সকল বিষয়ই সমান ভাবে রাজ্য করিতেছে সুতরাং ইংলণ্ড কোন বিষয়ে পরাংমুখ হন না। আমাদের দেশে ইহার সকল বিষয়ের অভাব। হিন্দুদিগের স্বভাবগত কতক অভাব, মুসলমানদিগের স্বভাগতঃ কতক অভাব, আবার অধীন অবস্থায় পতিত হইয়া আমাদের কতক অভাব হইতেছে। হিন্দু ও মুসলমান ঐক্য হইলে ইহার অনেক অভাব দূর হইবে।

...ক্তি ... হয় তবে সিন্ধিয়ার ... প্রাপ্ত হইবেন এই উদ্দেশে নানা সাহেবকে ধরাইয়া...ছেন। ধৃত ব্যক্তি তাঁহার শরণাগত হয়। শরণাগত ব্যক্তি শত্রু হইলেও তাহাকে আশ্রয় দেওয়া হিন্দু জাতির ধর্ম্ম। তিনি রাজানুগ্রহ প্রাপ্তি আশয়ে এই ধর্ম্ম নষ্ট করেন। নানা সাহেব সিন্ধিয়ার বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গী, সিন্ধিয়া বংশের মান সম্ভ্রম পদ মর্য্যাদা সমুদয় নানা সাহেবের পূর্ব্ব পুরুষ হইতে, সুতরাং তিনি তাঁহার নিকট স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। হিন্দু জাতির পক্ষে উপকারী ব্যক্তির অনিষ্ট করা অপেক্ষা দুষ্কর্ম্ম আর নাই এবং সিন্ধিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ লাভ করিবার নিমিত্ত এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন। তিনি অতি জঘন্য ব্যক্তির ন্যায় শরণাগত ব্যক্তিকে রাজ বিচারে অর্পণ করেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ প্রাপ্তির নিমিত্ত এরূপ ব্যাকুল হন যে, তিনি ইহা দ্বারা আপনাকে জন সাধারণের নিকট ঘৃণেয় এবং ঈশ্বরের নিকট দোষী করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতে তিনি যে মহারাষ্ট্রীয় জাতিকে কলঙ্কিত করিবেন তাহাও তিনি বিস্মৃত হন। তিনি ইহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান যে এরূপ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলে তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিবে, সভাসদগণ ঘৃণা করিবে, আপনার পরিবারস্থ সকলে ঘৃণা করিবে। তিনি গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় ধর্ম্ম, জাত্যাভিমান, পদ মর্য্যাদা, পরকাল ও ইহ কালের সুখ শান্তি সমুদয় জলাঞ্জলি দেন। এখন ধৃত ব্যক্তি যদি প্রকৃত নানা না হয় তবে তাঁহার সবই বিফলে যায়। ইহা ব্যতীত সিন্ধিয়ার অদৃষ্টে আরো কি ঘটে তাহাও বলা যায় না। তিনি নানাকে ধরিয়া দিয়াছেন বলিয়া দেশের মধ্যে ভারি গোল উপস্থিত হইয়াছে। যে দিন প্রথম এ সম্বাদ দেশে রাষ্ট্র হইল সে দিন ইংরাজদিগের মধ্যে যেরূপ উৎসাহ ও আনন্দ উপস্থিত হয় এরূপ আনন্দ ও উৎসাহ তাহারা অনেক দিন অনুভব করেন নাই। ধৃত ব্যক্তি প্রকৃত নানা সাহেব এরূপ যদি সপ্রমাণ হয় তাহা হইলে তাহাদের যেরূপ আনন্দ হইবে, ইহা মিথ্যা হইলে তাহাদের মনস্তাপ সেই রূপ বলবৎ দাঁড়াইবে। গুরুতর মনস্তাপ পাইলে লোক স্বভাবতঃ কাহার দোষে এরূপ কষ্ট সহ্য করিল তাহার অনুসন্ধান করে এবং তাহা হইলেই সিন্ধিয়ার বিপদ। ধৃত ব্যক্তি নানা কি না এখনও সন্দেহ আছে, তাহার পূর্ব্ব ও যত লোক ইহাকে দেখিয়াছেন তা... মধ্যে ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সিন্ধিয়া ব্যতীত আর কেহ ঠিক করিয়া বলেন নাই যে এ ব্যক্তিই প্রকৃত নানা সাহেব। ইংরাজদিগের মধ্যে এই নিমিত্ত এখনই অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে এবং সন্দেহ উপস্থিত হইয়া তাহারা ছট ফট করিতেছেন। তাহাদের সংকল্প যে এ ব্যক্তি নানা হউক আর না হউক ইহাকে হত্যা করিতে হইবে। তাহারা এই নিমিত্ত কখন২ বলেন যে এ ব্যক্তি না... স হেব না হউক, এ তাহার আত্মীয়, কিম্বা তাহার এক জন সঙ্গী। তাহাও না হয় এ ব্যক্তি অবশ্য জানে যে নানা কোথায় অবস্থিতি করিতেছে এবং ... ব্যক্তি এ সম্বাদ রাখে অথচ বলিতেছে না তাহা... ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হয় না। কেহ২ বলেন এ ব্যক্তি যদিও নানা সাহেব না হউক, এ এক... যে বিদ্রোহী তাহার কোন সন্দেহ নাই। ...জ সা, মুল্লা, বলারাও প্রভৃতি বিদ্রোহীদি... ত অদ্যাপি কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, এ ব... কেন তাহাদেরই মধ্যে এক জন হউক না? ... বলেন যে ব্যক্তি আমাদিগকে এ রূপ করিয়া প্রব... করিয়াছে যে ব্যক্তি গুরুতর অপরাধ...য়াছে এবং তাহাকে শাস্তি দেওয়া উচিত, সুতরাং ...নপুরের মাজিষ্ট্রেট যদি ধৃত ব্যক্তিকে ইহার কোন অপরাধে ফাঁসী দেন তাহা হইলে মঙ্গলের বিষয় কারণ তাহা হইলে এই ক্ষিপ্ত ইংরাজেরা কিছু শান্ত হইবেন, নচেৎ কাহার রক্তে যে তাহাদের রক্ত পিপাসা শান্তি হয় তাহা বলা যায় না। এরূপ হইলে আর কাহার কি হইবে? সিন্ধিয়ারই বিপদ। তবে বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। সিন্ধিয়া যদি এবার বিপদে পড়েন তাহা হইলে যাহারা তাঁহাকে কৃতঘ্ন, স্বজাতি বৈরী, নীচ, স্বার্থপর বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া হইবে এবং যাহারা দয়া ধর্ম্ম, অভিমান, মান মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের আনুগত্যতা করেন তাহাদিগকে অনুৎসাহ দেওয়া হইবে। সিন্ধিয়া যে পাপ করিয়াছেন তাহার কোন ... নাই এবং পাপ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ... হইবে, তবে সিন্ধিয়া যে অবস্থায় পড়েন তাঁহা... তাঁহার আর উপায়ান্তর ছিল না। তিনি যদি স্বাধীন রাজা হইতেন তাহা হইলে তিনি এরূপ কাজ করিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। তিনি যদি সম্পূর্ণ ইংরাজদিগের কৃপাধীন না রহিতেন তাহা হইলেও তিনি এরূপ কাজ করিয়া আপনাকে চির কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতেন না। তিনি যদি জানিতেন যে নানাকে ছাড়িয়া দিলে ইংরাজেরা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াই ক্ষান্ত দিবেন তাহা হইলেও তিনি এরূপ কাজে প্রবৃত্ত হইতেন না এবং যদি নানা গোপনে তাঁহাকে সম্বাদ পাঠাইতেন তাহা হইলেও তিনি এরূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। যখন নানা সা... তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইলে... এবং তাহা কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ হইয়া পড়ি... তখন তাঁহার এক দিকে দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি মহ... ভাবের উদয় হইল, আর এক দিকে তিনি সর্ব্বনাশ দেখিলেন। এক দিকে তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল নানা মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজা, জাত্যংশে ব্রাহ্মণ, তাঁহার পরম বন্ধু, নানার পূর্ব্ব পুরুষ হইতে তাঁহার মান মর্য্যাদা সর্ব্বস্ব, আর এক দিকে দেখিতে লাগিলে... ইংরাজদিগের সহস্র অগ্নিবাণ। তিনি অবশেষে স্থি... করিলেন যে নানাকে তিনি ছাড়িতে পারেন না তিনি তাহাকে বন্দী করিবেন যখন এরূপ বিশ্বা...

...তকতা করিতে প্রবর্ত্ত হন তখন যে তাহার হৃদয়ে ...র কষ্টের উদয় হইয়াছিল তাহার বোধ ... নাই। সিন্ধিয়ার হিন্দু হৃদয় এবং হিন্দু হৃদয়ে বিশ্বাসঘাতকতা জানে না। তাহার কষ্ট হইয়াছিল তবে তিনি ইহাই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা করিয়া ছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তিনি নানা সাহেবকে ধরিয়া দিয়া যদি গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করেন তাহা হইলে তাহারা নানার প্রাণদণ্ড করিবেন না। যাহা হউক সিন্ধিয়া যে শরণাগত ব্যক্তিকে শত্রু হস্তে অর্পণ করিয়া হিন্দু কুল কলঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। হিন্দু কর্ত্তৃক এরূপ বিশ্বাস ঘাতকতা হওয়ায় হিন্দু মাত্রেই যে মন বেদনা পাইয়াছেন তাহার কোন ভুল নাই। ইংরাজদিগের মধ্যেও অনেক মহৎ ব্যক্তি সিন্ধিয়ার এ কার্য্যে বিরক্ত হইয়াছেন। এবং এই মহৎ ইংরাজেরা দেখিবেন যে পরাধীনতায় হিন্দুর ন্যায় মহৎ বংশের কি দুর্গতি করিয়াছে।

...বেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন চুরির কথা আজ কয়েক বৎসর আর আমরা শুনিয়াছিলাম না। এ বৎসর আবার সেই গোল। এবার কেহ চুরি করিতে পারে নাই। সাউথ সুবরবন ও অন্য আর একটি স্কুলের দুই জন ছাত্র হারাণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ... করিবার উদ্যোগ ক- শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন চুরি ... তাহাদিগকে মাজি- রিয়া ধরা পড়িয়াছে। পোলিস ... মাজিষ্ট্রেট সাক্ষ্য ষ্ট্রেটের নিকট চালান দিয়াছেন। ... ছেন। তাহাদের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকে হাজতে দিয়া ... প্রার্থনা করা হয়, হইতে জামানতে হাজির থাকা ... অগ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তা ... ডিফলট নামক একজন পোষ্টাফিসের কেরানীর ... রি... যত্ন করে এবং ডিফলট ...। ডিফলট মাজিষ্ট্রেটের ... আমি জেনারেল পোষ্ট ...। আমার ভার রেজিষ্টরি পত্র ... করা। ৪ঠা তারিখে কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ক্লার্ক প্রথম আমাকে এ কথা বলে। আমি পোষ্টমাষ্টারকে এ বিষয় অবগত করি। তিনি আমাকে এ বিষয়ে কি করিতে হইবে পরামর্শ দেন, এবং পোলিশকে এ বিষয় অবগত করান হয়। আমি সেই দিন সায়ংকালে পোলিশ ইনেস্পেক্টর রিড সাহেবকে সঙ্গে করিয়া আমার বাটী লইয়া যাই। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি আশামী দুই জন এবং আর একটী বালক রহিয়াছে। আমি রিড সাহেবকে গোপনে পাশের এক ঘরে রাখিয়াছিলাম। বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করায় বালকেরা বলিল যে, প্রেবেশিকা পরীক্ষার দশ দিন পূর্ব্বে ডাক যোগে প্রশ্ন স্থানে স্থানে প্রেরিত হইবে এবং আমি যদি ডাকে প্রেরণের সময় প্যাকেট খুলিয়া তাহাদিগকে প্রশ্নের কাগজ দিতে পারি তাহা হইলে তাহারা আমাকে এখন ৩০০ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে আর ১০০ টাকা দিবে। আমি তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। ৭ই তারিখে তাহারা আবার আসিয়া আমার ভুল না হয় এ জন্য আমাকে প্রশ্নের কাগজ কি রূপ তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া ছিল। আমাকে এক খানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিল এবং প্যাকেট খুলিয়া বাহির করিবার সুবিধার নিমিত্ত ইউনিবরশিটিতে যেরূপ শিল ব্যবহার হয় সেই রূপ একটী শিল আমাকে দিবে বলিয়া গেল। তাহার পর গত কল্য আসিয়া আমাকে ১০ টাকা বায়না দিয়া রসিদ লইল। এই ... র সময় রিড সাহেব বরাবরি আমার গৃহে ছিলেন এবং যে টাকা লইয়া আমি রসিদ দিয়াছি আর তিনি আসিয়া ছাত্রদিগকে পাকড়া করিলেন।”

ডেকান হেরাল্ডের কথা যদি বিশ্বাস করা যায় তবে আবার সিপাই যুদ্ধ আসন্ন! নানাকে সিন্ধিয়া ধরিয়া দিয়াছেন বলিয়া গোয়ালিয়ারের মহারাষ্ট্রিয়গণ খেপিয়া উঠিয়াছে। সিন্ধিয়ার সভাসদ্‌গণ নানার পক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত চাঁদা করিয়া বিস্তর টাকা তুলিয়াছেন। আমাদের ইহার একটি কথাও বিশ্বাস হয় না।

নানা সমন্ধে যে সমুদয় টেলিগ্রাম ইণ্ডিয়া টাইমসে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা এই স্থানে প্রকাশ করিলাম।

৭ই নবেম্বর। এ পর্য্যন্ত যত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে নানার নিশান দিহীর প্রমাণ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা প্রচুর জ্ঞান করেন নাই। ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন যে, নানা সম্বন্ধে এখন যে সমুদয় প্রমাণ ... সম্বাদ পাওয়া যায় তা... সাধারণে জানিতে না পায়। আর তিন চারি দিন গোপনে তদারক হইবে। গোপন তদারকে যদি কোন বিশেষ প্রমাণ না হয় তাহা হইলে আর নানার প্রকাশ্য কোন বিচার হইবে না। ফল এখন কোন বিষয়ের স্থির নাই।

১০ই নবেম্বর। এ ব্যক্তি যে নানা সাহেব নহে এই বিশ্বাস কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের ক্রমে বলবৎ হইতেছে। রাজা ভারি ভীত হইয়াছেন। নানা সাহেবের বিচার সম্বন্ধে যে যে বিষয় স্থানীয় এবং ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান গিয়াছে, তাহার উত্তর আসা পর্য্যন্ত নানার বিচার স্থগিত থাকিবে।

১১ই নবেম্বর। যদিও কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নানা সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ আছে তথাচ তাহাকে কঠোর শাসনে রাখা হইয়াছে। পর্য্যায় ক্রমে এক এক জন ক্যাপ্‌টেন তাহাকে পাহারা দিতেছেন। একজন ধনী ব্রাহ্মণ প্রত্যহ তাহাকে অন্ন আনিয়া দেয়। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বিবেচনা করিতেছেন যে নানার বিচার শীঘ্র শেষ হইবে। সাধারণের বিশ্বাস যে এ ব্যক্তি নানা সাহেব নহে, তবে নানা সাহেব কোথায় আছে তাহা এ জানে। যদি এ ব্যক্তি নানা নহে এরূপ সপ্রমাণ হয় তাহা হইলে তাহাকে জাল নানা অপরাধে বিচারাধীন আনা হইবে। বোধ হইতেছে বন্দী শীঘ্র খালাশ পাইতেছে না। বোম্বাই হইতে হরমসজী মোতা নানাকে নিশানদিহি করিতে এখানে আইসেন। তাহার মতে এ ব্যক্তি নানা অপেক্ষা অন্যূন ১০ বৎসরের ছোট হইবে। বিথুরে নানার অধীনে যাহারা কর্ম্ম করিত এইরূপ স্ত্রী লোক ও পুরুষ কানপুরে নানা সাহেবকে নিশান দিহী করিতে আনিত হইতেছে।

বিগত ঝড়ে যে রেল শকট উল্‌টাইয়া পড়ে তাহার এক জন আরোহী আমাদিগকে এই পত্র খানি লিখিয়াছেন।

“আপনার বিগত ৫ নবেম্বর তারিখের পত্রিকায় ঝড়ে রেলগাড়ি উলটিয়া পড়ার বিষয়ে রেলওএ কোম্পানি প্রকাশ করিয়াছেন যে এক জন মেমের কণ্ঠার হাড়ে কিঞ্চিৎ আঘাত ভিন্ন অন্য কোন লোকের অনিষ্ট হয নাই। মহাশয় রেলওএ কোম্পানিকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে পর দিবস বর্দ্ধমান ইষ্টশনে গাড়ি পৌছিলে যে সকল আঘাতিকে খাটুলি করিয়া রেলওএ হাঁশপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, তাহারা কি তামাসা করিয়া পড়িয়াছিল না প্রকৃত আঘাত পাইয়াছিল?

সম্পাদক মহাশয় আমি এক জন সেই গাড়ির কষ্টের ভুক্ত ভোগী। আমাদের গাড়িতে যে সকল লোক ছিল সকলেরই কিঞ্চিৎ২ আঘাত লাগে। তাহার মধ্যে একজন বাঙ্গালি বাবুর কণ্ঠার হাড়ে এরূপ আঘাত লাগিয়াছিল যে ... কিৎসা করিলেও তাহার আরোগ্য লাভ সম্ভব নহে। রেলওএ কোম্পানি কেমন করিয়া এত লোকের চক্ষে ধুলী দিবেন? তাহারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দোষী। যদিও দৈব বিড়ম্বনা বটে; কিন্তু ড্রাইভর মহাপ্রভু ময়দানের মধ্যে যেমত গাড়ির ইনজ্ঞীন বন্ধ করেন তেমনি পানাগড় কি মানকরে বন্ধ করিলে কাহার কোন কষ্ট হইত না। হঠাৎ ঝড় আসিয়া গাড়ি পড়ে নাই। আণ্ডল ঘর্ণাপুর হইতেই ঝড়ের আরম্ভ ক্রমে বৃদ্ধি হয়। মহাশয়, মানকরে কোন সময় পৌছে তাহা নিশ্চয় ছিলনা। তৎকালিন প্রবল ঝটিকার শন শন মড় মড় শব্দ ও তাহার সহিত বরুণ দেবের ভীষণাকার জলের বেগে গাড়ির মধ্যে সকলে ভিজিয়া থর থর কম্পবান ও ত্রাহি মধুসুদন করিতে ছিল। এমতাবস্থায় মানকরের ইষ্টেশন মাষ্টর কোন সাহসে all right বলিয়াছিলেন বিবেচনা হয় না। তাঁহারা বাহির হন নাই। গার্ড ড্রাইভর আপন মতলবেই যাইতেছিলেন। পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন ড্রাইভরের এঞ্জীন এবং ব্রেকভ্যানের গাড়ি রক্ষা পায়, বাকি সমুদয় পতিত হয়, ইহাতে স্পষ্টই অনুভব হয় তাহারা অগ্রে সাবধান হইয়াছিলেন। এইরূপ সাবধান পূর্ব্বে হইলে সকলের রক্ষা পাইত।

অপর ৪টা রাত্র হইতে পর দিন দিবা ১২টা পর্য্যন্ত রেলওএ কোম্পানি নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহারা এই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি সমূহের তত্ত্বাবধান করেন নাই, অতএব রেলওএ কোম্পানি চক্ষে ধুলা দিয়া অব্যাহতি পাওয়া চেষ্টা করিলে হইবে না, এ বিষয় অবশ্যই দয়াময় প্রজারঞ্জন গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিবেন।”

গঙ্গার সেতু আপাততঃ পোর্ট কমিশনারদিগের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইল। কমিশনারগণ অনুরোধ করিয়াছেন যে ছয় মাস পর্য্যন্ত ইহাতে কোন রূপ টোল নির্দ্ধারিত করা না হয়। গঙ্গার সেতুর উপর টোল হয় না হয় সন্দেহ। যদি টোল বসে তাহা হইলে ঘোড়া গাড়ি বিশেষতঃ ফিটন প্রভৃতি ভাল ভাল গাড়ির উপর অধিক ট্যাক্‌স নির্দ্ধারিত হইবে এবং তাহা হইলে সাহেবদিগের স্কন্ধে অধিক ট্যাক্‌স পড়িবে। ইংরাজদিগের স্কন্ধে যে ট্যাক্‌স অধিক পড়ে তাহা এ দেশে নির্দ্ধারিত হয় না। তাহার সাক্ষী ইনকম ট্যাকস। আবার গাড়ি ঘোড়ার উপর যদি ট্যাকস্‌ না বসে তাহা হইলে মানুষের উপর ট্যাকস বসান্‌ নিতান্ত অন্যায় হইবে। কাজেই ট্যাকস বসিবে না।

চিত্রবিদ্যা প্রথম ভাগ আমরা অনেক দিন প্রাপ্ত হইয়াছি। সাবকাশ অভাবে পুস্তক খানি আমরা এত দিন সমালোচনা করি নাই। এ পুস্তকের উদ্দেশ্য চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া। গ্রন্থ কর্ত্তা ইংরাজী প্রণালীতে কিরূপ চিত্র শিক্ষা দেয় তাহাই বাঙ্গালায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তক খানি দেখিয়া প্রকৃত সন্তুষ্ট হইলাম। চিত্রবিদ্যা একটী মনোহর বিষয় এবং ইহা দেশে যাহাতে প্রচার হয় তাহার যত্ন করা অতি কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার ইহার সাহায্য করিয়াছেন। ইংরাজদিগের মধ্যে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলই কিছু না কিছু চিত্র করিতে জানেন। অনেক সময় মানুষের সময় ভারবহ বোধ হয়, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত প্রভৃতি তখন আমাদের পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান হয়। আবার অনেক সময় কোন মনোহর দৃশ্য দেখিয়া ইচ্ছা করে যে এটি অঙ্কিত করিয়া রাখি। সে সময় চিত্রবিদ্যা পরম প্রয়োজনীয় বোধ হয়। ... লোকের যেরূপ কোমল হৃদয়, তাহাতে তাহাদের প... চিত্রবিদ্যা অতিশয় উপযোগী। আমাদের বিবে... চিত্রবিদ্যার এক এক খানি সকলের গ্রহণ ... চিত। গ্রন্থকর্ত্তা প্রথম ভাগ প্রকাশ ক... তাহাকে উৎসাহ দিলে তিনি দ্বিতীয় ... করিবেন। প্রথম ভাগ খানি যে রূপ ...

বিজ্ঞাপন।

GREAT NATIONAL THEATRE.

BEADON STREET PAVILION.

Saturday, the 21st November, 1874.

Opera ! Opera !! Opera !!!

আনন্দ কানন

BOWER OF BLISS

TO CONCLUDE WITH THE LAUGHABLE FARCE.

কিঞ্চিৎ জলযোগ

Arrangements as usual

Play to commence at $8\frac{1}{2}$ P. M.

Prices us usual.

DEBENDRA NATH BANERJEE,

MANAGER

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA—THURSDAY 19th November 1874

The sinecure post of Cotton Commissioner we are thankful to say, has been abolished. Though Mr. Rivett Carnac could help nobody, niether the Manchester merchants nor the Central country ryots, there is no doubt he helped himself pretty well.

The affairs of Afganistan are no doubt cheering, as the Ameer and his son, seem to have come to a mutual understanding and are pulling well together, but it is altogether a difficult affair to penetrate into the mysteries of Afganistan politics. There are persons who doubt altogether the fact of the breach between father and son. It is believed by a great many persons that the quarrel between father and son was merely a hoax to keep good terms with both the great powers, Russia and England. The Ameer took charge of the lion and the son of the bear, and now they have for purposes best known to themselves thought fit to come to an amicable settlement. But however cheering the affairs of Afganistan might be, the political horizon of India just now looks hazy. There was an attempt made to poison Col. Phayre, the Borada Resident. It is said that poison was mixed with the morning *sherbet* of the Resident, but it was discovered before sufficient quantity was taken to cause death. Of course it has been immediately asserted that it was the work of the foul fiend, the Guickwar. These people do not think, that it remains yet to be proved, it was at the instigation of the Guicwar that the poison was administered ; that it was not purely imaginary on the part of the Colonel, who no doubt thought that he deserved no better from the hands of the Borada Prince whom he had injured so much. It is said that the *Sherbet* was sent to the medical man to be examined and it was found mixed with diamond powder and arsenic in sufficient quantities to have caused death. The Colonel fell very ill for sometime, but he recovered immediately. All the house-hold servants have been arrested on suspicion and the investigation is going on in secret Of course witnesses, in sufficient numbers, will be found quite willing to depose against Guickwar if it is found that, it will be agreeable to the authorities. It remains yet to be proved that the poison was administered at all ; but poison or no poison, the Prince it seems is doomed. The policy of annexation though found dangerous after sad experience, is yet too sweet and tempting to be abjured altogether. Guickwar moreover possesses the finest property in India worth 60 or 70 lacs per annum. Then comes the drama of the supposed Nana. The *Deccan Herald* announces that the State of Scindia is in a state of insurrection and that another Maharatta war is expected. Newsmongers, no doubt, have thus been supplied with an interesting and exciting topic of conversation, but the fools who devour such intelligence with avidity, do not consider that it is more probable that Scindia is playing a high game than that his troops should rise against him. Scindia, has placed himself in an extremely akward position. If the prisoner proves to be other than Nana, the Government will no doubt suspect the motive of Scindia, it will ever remain a doubtful question whether Scindia imposed upon the Government [or] he was imposed upon by the prisoner ; and [there] is no doubt he is preparing himself for all [re]sults of the investigation. The *Deccan* [Herald] is a staunch advocate of Scindia, and [native] princes, will always find advocates, [ri]ght or wrong. It is said that the nobles [of Gwalior] are subscribing to defend the supposed Scindia is disaffected ; that there was fighting among the troops ; that about 2,000 soldiers were disbanded; that a great many troops were marched off to a distant place ; and &c. &c. But may it not be that it is all a myth ? Such doings are quite possible if the prisoner be the man he was at first supposed to be ; but it is extremely doubtful whether he is the Nana; the probability is he is not; and it is quite certain that the people of Gwalior at least, know whether he is or not the Nana. If the insurrection be true, then the prisoner is the true Nana, and if the prisoner is not the Nana, the insurrection is merely a myth or a got up one.

The following, characterized as a "model letter" by the *Englishman* in which it appeared will we dare say amuse our readers :—

"Without a grudging heart I have to draw the attention of the readers of your far-famed newspaper to *Amrita Bazar Patrika* for 15th October 1874. It is disgusting a remark against such imenent officers as the Postmaster-General and Mr. Alpin, the late Supernumerary Inspector of Postal Department. I can do nothing more than to address the Editor why and what is the cause of his such unnatural and offensive expressions. We do not say that the late Supernumerary Inspector, Mr. Alpin, was in every way good and upright, but I do not see any such act of justice on his part as would cause or tender to secure a damlike hatred of the public. Yes, he has every tendency to the Eurasians, but have [your] readers ever seen that he has not shewn any favor to our baboos ? Was he at any time against them ? If the answer is affirmative, I would ask the Editor who was the man that suffered unnecessarily under the influence of Mr. Alpin ? And if the Editor can or has anything to answer to my request, I would gladly and earnestly follow his motto. But if it is because he has little tendency towards Mohomedans, I must call him a partial, headstrong, and stupid Editor, and I hope to believe every one would confess that he is not at all worthy, or even to be called an Editor indeed. Has he no eyes to see that how many Mohomedans are there appointed in the Postal Department that has caused any injury to the Bengalee baboos ? It is rather strange to see there but few. Have not the Mohomedans the same claim as the baboos ? Are they not the inhabitants of India ? Are they not social and civil ? Have they any more vice than the imitating Bengalee baboos ? Are they not intelligent and hardy in their affairs ? Have they no such power to stand as coheir of the States ? Are they not subject of the British Empire to have equal affection ? Sure it is that they are tampered daily by the haughty Bengalee baboos. Sure it is that they have very little or nothing to interfere with the public at present. But it is quite strange to learn that rather than taking a little interest of the poor Mohomedans, the Editor has treated them with quite disrespect. He would have been called impartial and honest if he would say a word or two against the Government for not treating with favorable eyes the Mohomedans, poor, honest, upright, and beneficial subjects.

To learn from the another part of the same. What act or arrogance it must be called on the part of the Editor that he has behaved the Mohomedans with but kindness, and to be bold enough to speak to the Mohomedans, "hatted and coated." Does the Editor advise us to immitate the Europeans or our high-minded Bengalee baboos ? Have your readers or any one heard of them to change character, habit, mode, or manner of living ? I can dare say that they are ever unchangeable. The little mark of blemishes lies yet in them, is that they care very little to the Hindoos. Now, Postmaster-General Mr. Gribble is again caught hold by the Editor to a singular impunity. Look to the prospect of Baboo Doorga Narayan Benerjee, who has of late been, by the care of Mr. Gribble himself, appointed Supernumerary Inspector. Is it not an act of high and sincere respect to the gentleman ? Is he not to be called a good and honest well-wisher of the baboos ? The appointment is not a few days over, and the Editor has forgotten it all. I do not mean to ascribe any fault on the part of the Editor only, as I am experienced that the natives of Bengal are, since the creation of the world, accustomed to forget all and everything if thay can anyhow grasp or can take possession of. Not long ago that it was an universal joy when Babu Doorga Narayan Benerjee was appointed Supernumerary Inspector. Shame it is to point out such marks of changeable habits, manners, customs, and more especially fashions on the part of the Bengalee baboos. Ready as they are to imitate fashions or modes of living, habituated they are so to rise in a hour like fire, and to vanish out of world like that of mere bubbles. The half Mohomedans, the half Christians, and the half Hindoo babus, are nothing more than mere changes. It is to raise from sound sleep the Mohomedans who are yet the same, notwithstanding all cases of disrespect and haughtiness shewn to them since few centuries. The biggotted Hindoos are a heavy sum of all vices is a truth immutable. Do they not call to their mind that they were at once time more liked to live as Mohomedans ? Look the present state of Hindoos and you will find a variety in them. You will at one side see the old sect of biggotted Hindoos with but little tendency towards virtue : you will at other side. see the highly venerated Brohmos (though [...]) Savior, the only Almighty father. There you will find a third or last detested class who are not either of the two. The fashionable, changing, haughty, arrogant, shameless infidels and drunkards are of which composed.

I have one thing more to trouble yrur readers in stating but few lines regarding Mr. Merritt. If the Editor of *Amrita Bazar Putrta* means to refer to the worthy Inspector of Patna Division, I must call that he has but little or no knowledge of the Postal Department. Did he ever enquire of Mr. Merrite ? I don't believe he did. Take a very little pain, and you will know that he has been a servant of many years' standing in the Postal Department, and I can add that there is very few Inspector who can stand in balance with this good, honest, sharp, inteliigent and painstaking officer.

A MOHOMEDAN,

Third October 30, 1874.

MANGEMENT OF WARD'S ESTATES—Who speaks a word on behalf of the wards ? The wards are too young to understand their own interest themselves. Their relations in many cases would if they could help it, fleece the wards themselves The public have very little concern, whether the interests of wards are injured or served. It is on these considerations that Government as *ma, bap,* of the people took the management of wards estates in its own hand, to the immense advantage of the wards. The wards are fed, educated and taken care of and when of age s[et] at large with an accumulated cash, to [spend] either for the good of the country, or fo[r their] own pleasure. Such was the custom hit[herto]. But now a plan has been formed to do away with the surplus money of wards estates. His Honor has issued the following instructions :—

The question of the disposal of surplus funds of wards' estates may be considered from two points of view ; there are objections to investing such funds in adding to an already overgrown estate, because of the impossibility of the landlord and his tenants becoming properly acquainted, or having interests in common ; whilst, on the other hand, the accumulation of large sums of ready money (or of securities readily convertible into money) offers great temptations to young zemindars coming of age, and surrounded, as they not unfrequently are, by people whose interest and pleasure it is to induce their patron to squander such savings. The advantage which belongs to investments in land, in such cases, is that land is not so easily convertible into money, and the feelings of a young proprietor are against selling landed property directly on coming of age.

On these considératio[...] believes the proper sol[...] be so to manage a wa[...] be no surplus at the e[...] reasonable working bala[...] working the estate and ma[...] fitting style. Nothing can be [...] for the manager of a ward's estate to [...] standing debts. But when an estate is clear of [...] a manager should understand that all he can save by economical administration ought to be spent on the improvement of the estate and the well-being of its inhabitants. Such surplus income as accumulates might be expended on wells, small irrigation works, tanks, roads, or on additions to the cultivated area of the estates by reclaiming of waste. In certain cases the area of the estate might be enlarged where such an addition would improve the estate, or money might be expended on works for the benefit of the tenantry, such as schools, hospitals, and the like. The formation of really good establishments for the management of village affairs, such as village accountants and watchmen, and the laying out of money on the permanent improvement of the land, such as on embankments, are also objects which a manager might well keep in view. The feeling among good and economical managers, that their paramount duty is to amass a large cash-balance for the minor whose estate they may be administering, though certainly loyal on the manager's part toward the ward may fail to operate for the best interests of all concerned. As expressed by Sir George Campbell, a well-managed estate under the Court of Wards ought to be to the surrounding country a good example of what a solvent, wisely-administered property should be.

The Lieutenant Governor thus directs the managers to spend as much money as possible, so that when the wards come of age they may not get a large balance in their hands. The history of the thing is this. When Sir George Campbell went to see his own famine in Durbhunga, he wes struck at the heaps of money which had accumulated in the Durbhanga treasury under the able management of the Durbhanga manager Col Burn. Of course Sir George did not feel envy at the good fortu[ne] of the Durbhanga minors, but if he did not feel envy he however felt something like it. The one idea took possession of him how to deprive the minors of this large sum ; how to manage to spend it ? Then there was his famine and he directed the manager to reduce the cash to the be[st of his] ability. But Darbhanga rupees like [...] of th[...] were not s[...]

ly disposed of, and Sir Geerge Campbell last gave a general order of reducing any the cash balances of the Darbhanga raj to a sonable amount. The order was to manage y how to reduce the large amount ! We do think that Sir George Campbell was envious the large amount, but perhaps he thought was not safe, on political grounds, to allow such rge sum to accumulate in the hands of a single individual owning such large Zemindaries. And he was of opinion that the surplus funds of wards estates should be spent for the benefit of the estate and not allowed to be accumulated.

Now Sir Richard Temple comes to the same conclusion. To what conclusicn are we to arrive at ? Simply to this that either Sir Richard is as mischieviously inclined as was his predecessor, or that His Honor is so sadly deficient in brain that he cannot chalk out a path for himself. The latter supposition is the most probable, and though it is some consolation that our Governor is not a bad man yet it is not in the least assuring to think that His Honor is—deficient in brains. Sir Richard Temple has been always following in the footsteps of his predecessor. In jails the prisoners are as brutally treated as they were during the time of Sir George ; the education department is in as great confusion as it was when it was rendered so by the late Lieutenant Governor ; the Police yet is as powerful as it was made by him, and lastly the famine. What a trick did Sir George play upon Sir Richard Temple ! After creating the famine and making every other arrangement he fled to England leaving the task to dispose of the grain to Sir Richard ! His Honor ought to chalk out a policy for himself, for a ruler who has no policy of his own, is not fit to be a ruler. But to return : Sir Richard could not see through the motive of his predecessor in disposing of the surplus funds of wards estates and has been induced to lend a helping hand to a most shameful spoiliation. His Honor directs that the surplus funds should not be used for the purpose of purchasing additional property, because by so doing the whole property might become too large for proper management. Let us have an idea what is meant by an over—grown estate. So long this point is not settled, the effect of the order will be that no property under any circumstances will be purchased. All wards have not property to the same amount, some have large Zemindaries, some small, what objection there is to allow managers of small Zemindaries to purchase estates ? The Durbhanga raj consists of extensive Zemindaries and under the same rule, a great portion of them ought to be sold !

It is urged also that wards coming of age should not be entrusted with large sums of money lest they squander it away under the evil advice of sycophants and other bad people. Indeed gold is altogather a bad thing and young men should never have it. But to carry the idea further, government ought to sell the property of the minors, spend their money and sent them abroad into the wide world in a state of poverty. For adversity, so say the poets and moral philosophers, is the best school where young men ought to be trained. A young man thrown into the world to make shift for himself is altogether more enterprizing and hardy than those who have enough to live upon at ease ; and the best thing that the Government can do is to denude the minors of all property, funded and landed. For gold is dust, dust of the foot as the Sanscrit poets say. A still better plan would be to compel the minors to take holy orders and turn Christians, for as the Government has taken charge of orphans, it is the duty of Government to fulfil its trust strictly to seek the highest good of the wards and to save their immortal souls ! They must have no money when they come of age, lest they misspend it, but under the same rule they must have no property whatever. If Government has no right to dispose of their property, government has also no right to dispose of their cash. Sir George lays it down and is of course followed by his pupil that a wise Zemindar should have no fund except what might be required in maintaining the household in a fitting style and working the estate. Do we understand aright ? The Raja of Burdwan is according to the above authorities a bad Zemindar because he has some money and so is Moharanee Shorno Moyee and so is Raja Promoth Nath because they have money. The whole Resolution is a tissue of incoherent and vague utterences. What is to be done in the case of minors who have co-sharers ? What is to be done with their cash ? If you spend their money for the benefit of their estates the advantage will be enjoyed by other co-sharers at the expence of the minors. We are told that Government does not mean to adhere strictly to the rules set forth above. This makes the case still more when it will be thought necessary to reduce the wealth and influence of a minor or to provide for friends and hangers on. That Government is capable of lending a helping hand to rob minors, of committing such a breach of sacred trust is what we cannot believe, but yet the instructions are before us. Their tendency is simply to encourage and direct to make a feast upon the defenceless property of the orphans. When such is the intention of Government, every man of property should immediately make a will leaving their property in charge of trusty executors, and thus try to starve altogether the wards department. The British Indian Association has no doubt some interest in the matter, and they ought to protest against this shameful attempt at spoiliation.

Meares Mysterry Unmasked :—There are certain points in connection with the Meares affair which require some explanation. Though the entire native community and the higher classes of Europeans believe in the guilty of Mr. Meares, there are others who honestly believe that he was unjustly punished. To them and to the public we shall give today the real facts of the case as elicited by a careful and local inquiry. The facts related below may be entirely relied upon as correct in all the main features ; and now that popolar excitement has subsided, it is but proper that the public should at last know every mystery in connection with this important case. The first question that arises in one's mind is whether Meares was guilty and whether three English gentlemen *viz* Meares, Glascott and Sherif told a falsehood on oath. Both Mr. Smith and the High Court Judges felt it difficult to reconcile the statements of Panchu and Messrs. Glascott and Meares. Mr. Smith made an unsuccessful attemp to reconcile the statements, but the High Court thought it impossible that the statement could be reconciled and believed the statement of Panchoo and disbelieved that of Meares, Glascott, and Shirref. Panchoo said that he was beaten at about 5 o'clock by Mr. Meares at Katlamaree Factory, while Messrs Glascott and Meares deposed that they had seen Gerald Meares at about dusk of the same day at Lokenathpore, which is 24 miles distant from Katlamaree. As no Railway connects the two places it is impossible to believe the two statements. Then the affidavit of Mr. Shirref, the richest planter of the place and the master of Mr. Meares makes the mystery still more mysterious. He deposed on oath that at about 3 o'clock the same day his man came with a letter to Mr. Meares but was told that the shaheb had already proceeded towards Lokenathpore. So it would appear from the affidavic of Mr. Shirref, that Mr. Meares had left Katlamaree before 3 o'clock while Panchoo stated that Mr. Meares was at Katlamaree at about 5 o'clock. Here however follow the facts, which though not found in the records are what really occured.

Gerald Meares was but a new comer in Katlamaree and the idea never entered into his mind that the beating of a native and that native only a dakpeon is anything but a good joke. But Panchu was the tenant of not a Bengallee Zemindar but a European planter Mr. Tweedie, and Mr. Tweedie did not very well agree with Mr. Shirreff. The fact was known and Panchoo expecting the support of his land-lord, brought a charge of assault against the Shaheb of Katlamaree whom he could not name, as the man, was a new comer and his name was not known in that quarter. This was the first assault, the particulars of which must be known to our readers in which Panchoo had an altercation with Mr. Meares Syce and in which Mr. Meares made a most cowardly assault upon Panchoo. As Panchoo had no witnesses and as he could not name the Shaheb, the case was not proceeded against Mr. Meares. Mr. Merres was very much surprized when the case was brought against him, but when it was not proceeded against him, he thought there was an end of the thing. But the case came across the lynx eyes of the district Magistrate Mr. Smith and he asked the permission of the High Court to take it up again. That permission was granted, and Mr. Smith summoned both the plaintiff and defendent to his Head quarters at Jessore. Mr. Meares found that Mr. Smith wes not as friendly disposed towards him as Magistrates generally are towards planters and he sought Panchoo and offered to compromise the matter with him. Panchoo a poor man readily accepted the offer and it was agreed to between the parties that Panchoo must not appear against Mr. Meares and shall receive twenty Rupees as compensation. Five Rupees was paid down and the rest was promised to be paid after the case was over, and as Panchoo did not appear when called by the Court peons his case was dismissed. As soon as but the Magistrate informed him that his case was dismissed on account of his non-appearance. So Panchoo and Mr. Meares left the court very well satisfied with each other. Mr. Meares was all smiles before Panchoo but really he was furious and sought an opportunity to give Panchoo and the people of his quarter a terrible lesson to convince them, that it is not a light affair to provoke an Anglo-Saxon. But little did Mr. Meares know the character of the man who ruled the district of Jessore. Mr. Meares however laid a deep scheme, he was afraid of Mr. Smith, but he was determined to have his revenge, and so he made the following preparations. The day previous he wrote to Mr. Shirreff for permission to go to Lokenathpore. The following day a man appeared from Mr. Shirreff with the necessary permission at 3 o'clock, but a word was sent to him that Mr. Meares was already gone, though in fact he was still in the factory. Panchoo was sent for to take the rest of the money promised to him, and Panchoo was found by the man going to his father-in-law. Panchoo was informed that Mr. Meares had sent for him to take the remaining 15 rupees. He readily followed the man. As soon as Panchoo arrived, he was roughly handled and there commenced a most brutal assault, so that at last Panchoo, the beating was so severe, lost his senses. It was between 4 and 5 and Mr. Meares' horse was ready saddled. Then there was a run for Lokenathpore which place he managed to reach just at dusk. It is true that Lokenathpore is 24 miles from Katlamaree, but there is a shorter route *via* Kharagoda and which route Mr. Meares took and which reduces the distance to 16 miles only. The day was cloudy and Panchoo could not exactly tell at what hour he was beaten. He said he was beaten at 5 o'clock and Mr. Meares was seen at Lokenathpore at about dusk. It must be borne in mind that the days were longest then and the dusk might have been at $7\frac{1}{2}$ o'clock. Perhaps Panchoo was beaten a little earlier for the day was cloudy and he might have made a mistake in his observations but it is not necessary to make that supposition. Sixteen miles ride in $2\frac{1}{2}$ hours is but an every day occurance, and Mr. Meares had an object to ride hard, as hard as he could.

Then there remains another fact to be explained. Why it was that Mr. Smith punished Mr. Meares with imprisonment ? He might have fined him or fined him heavily as other Magistrates usually do ; but why did he go the length of punishing him with imprisonment with hard labor ? An Englishman has that privilege, he may commit a grave offence but he is not to be sent to Jail. Now the thing is, in Mr. Smith's estimation the offence committed by Meares was grave indeed. To hurt a man and that so seriously because he had the audacity to seek the protection of the Court to his thinking required an exemplary punishment. Then he saw how powerless he was in the District. His subordinates conspired against him. His watch dog betrayed him, his right hand man was led by the nose by his watch dog and so many obstacles were thrown in his way by his own men, that he felt how powerful the planters were for doing mischief. So he resolved upon an exemplary punishment. Though Mr. Meares was worshipped for a time as a martyr, he was not a man of a very amiable temper. His temper was not agreeable, he was imperious and defiant. He defied Mr. Smith and spoke impertinently, and it was clear he was not in the least afraid of the Executive, and so Mr. Smith came to the conciusion that such men require a good lesson to make them fear and obey the law. But the circumstance which finally determined Mr. Smith remains yet to be told. Mr. Shirreff is a rich man and can afford to spend large sums. He tried his best to save his servant. But the most remarkable thing that he did was to place ten money bags in the Court, each bag containing thousand Rupees. It was a most insulting defiance to Mr. Smith. It never occured to Messrs Shirreff and Meares that Mr. Smith would go the length of sending the latter to Jail. A fine they expected, and they placed the money bags in the Court to shew that they were quite prepared to pay any fine what the Magistrate might inflict. This action on the part of the planters decided the fate of Mr. Meares. Fine was to them then no punishment, and he could fine only thousand Rupees, a severe punishment was absolutely necessary. A man with the least self respect and sense of justice could have not done otherwise than what Mr. Smith [illegible] In short there was no other way left him [illegible] send Mr. Meares to Jail. So the la[illegible] of this great drama which has elev[illegible] character of Englishman in our esti[illegible] emancipated a large portion of our ind[illegible]

সংবাদ।

—সম্প্রতি ফ্রান্স দেশবাসীদিগের সাধারণের মত গ্রহণ করা হয় যে তাহারা প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী কি অন্য কোন রূপ শাসন প্রণালীর প্রার্থনা করে। এ বিষয়ে সকলে মতামত প্রকাশ করিতে পারে না। রাজ্য হইতে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের এ সম্বন্ধে মত গ্রহণ করা হয় এবং ফ্রান্সে ৩০ ত্রিশ লক্ষ লোকের এই রূপ মত প্রকাশের ক্ষমতা আছে। ইহাদের মতামত প্রকাশ যখন হয় তখন সকলে উপস্থিত ছিলেন। যাহারা উপস্থিত হন তাহাদের মধ্যে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীর পক্ষে অধিক লোকেই মত দেন।

—নিজামের মন্ত্রি সার সলারজং দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটী অট্টালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। হাইদ্রাবাদে যে সমুদয় সাহেব উপস্থিত হইবেন তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত এই গৃহটী প্রস্তুত হইতেছে। সালার জং ইংরেজদের পাদোদক পর্য্যন্ত পান করেন।

—ইংরাজদিগের মধ্যে মারামারি ও রক্তপাত ক্রমে এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে মাজিষ্ট্রেটেরা ইহার নিমিত্ত কঠোর শাসন আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি এক জন ইংরাজ তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়া তাহার প্রতি কুকুর লিলুয়ে দেয়।

—মান্দ্রাজের গবরণর উতাকামুণ্ড মান্দ্রাজের রাজধানী করিবার নিমিত্ত ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব মঞ্জুর হইলে, মান্দ্রাজের বর্ত্তমান নগর কানা পড়িয়া যাইবে।

—ব্রিগম ইয়ং নামক একজন আমেরিকাবাসী ১৯টী স্ত্রী বিবাহ করেন। খৃষ্টান ধর্ম্মের মর্ম্মন নামক এক শাখা আছে এবং উহাতে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। ইয়ং সাহেবের উনবিংশ স্ত্রীর সঙ্গে তাহার অনৈক্য হয় এবং তিনি স্বামীর নামে অভিযোগ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। ইয়ং বলেন যে তাহার উনবিংশ স্ত্রীটী তাহার বিবাহিত, অন্য ১৮টী তাহার সেবা দাসী মাত্র।

—আমাদের গবর্ণর জেনারেলের একটী পুত্র জাহাজের ক্যাপ্‌টেন হন। তাহার জাহাজে মৃত্যু হয়। লর্ড নর্থব্রুকের হ্যামটন সায়ারে যে গৃহ আছে তাহার নিকট এই মৃত পুত্রের স্মরণার্থে একটী মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। লড নর্থ ব্রুকের আত্মীয় স্বজন নিজ ব্যয়ে এই গৃহটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মন্দিরের উপর একটী ঘড়ী থাকিবে।

—আমেরিকাতে অনেক গুলি বিদ্যালয়ে স্ত্রীপুরুষেরা একত্রিত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করে। ইংলণ্ডে সম্প্রতি আমেরিকার দেখা দেখি এই প্রণালীতে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন হইয়াছে।

—ডিম্ব ভাঙ্গিলে উহার মধ্যে শ্বেতবর্ণ যে পদার্থ থাকে অগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ স্থানের উহা মহৌষধ।

—আফগাণিস্থানে যে ভূমিকম্প হয় তাহাতে সাত হাজার লোকেরও অধিক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

—কোচিনের এক জন ব্রাহ্মণ গণনা দ্বারা জানিয়াছেন যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইংরাজ রাজ্য লয় হইবে। তখন ভারতবর্ষে যত রাজা আছেন তাঁহারা সহোদরের ন্যায় ভারতবর্ষ শাসন করিবেন। ইহাকে উম্মাদ গৃহে পাঠান কর্ত্তব্য।

—চিনদেশে যে রূপ ঝড় হয়, দক্ষিণ জাপানেও প্রায় সেই রূপ ঝটিকা প্রবাহিত হয়। ইহাতে ৬ শত লোকের প্রাণ এবং ছয় হাজার গৃহ নষ্ট হইয়াছে।

—আমেরিকা হইতে অনেক গুলি পাদরি খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে আগমন করিতেছেন। ইহার মধ্যে মিসেস্ বনার্জ্জি নামক একজন ব্রাহ্মণের স্ত্রী আসিতেছেন। ইহার স্বামী আমেরিকায় খৃষ্ট ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিতেছেন।

—আমরা বরাবরি শুনিতেছি যে রুশিয়গণ ভারতবর্ষ [illegible] করিয়া ইংরাজদিগের সঙ্গে বিবাদ করিবেন [illegible]প্রতি আর এক গুজব উঠিয়াছে। রুশিয়া না [illegible]র সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন [illegible]প উদ্যোগ হইতেছে। জর্ম্মনীয় বল্‌টিক প্রদেশ লইয়া নাকি এই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে।

—বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা হইতে কেবল ডাণ্ডিতে ১৮ লক্ষ মন পাটের রপ্তানি হইয়াছে।

—সিবিল মিলিটরি গেজেটে এক জন লিখিয়াছেন যে, "আমি গোয়ালিয়ার হইতে এই আসিতেছি। সেখানে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে ধৃত ব্যক্তি প্রকৃত নানা সাহেব। নানাকে ধরিয়া দেওয়ায় সিন্ধিয়ার সৈন্যদিগের মধ্যে ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সিন্ধিয়ার কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেকে নানাকে চিনে। তাহারা শপথ পূর্ব্বক বলিতে প্রস্তুত আছে যে ধৃত ব্যক্তি প্রকৃত নানা সাহেব।"

—আমেরিকায় আজ কাল লাইবেল মকদ্দমার ভারি ধুম। টিলটান নামক এক জন বিচার নামক অপর আর এক জনের এবং বিচার টিলটনের নামে হুরমত বহার নালিশ করিয়াছে। এক জন সম্ভ্রান্ত স্ত্রী মৌলটনের নামে হুরমতবহার নালিশ করিয়াছেন, বাউইন নামক এক জন পৃথক ২ তিনটি নালিশ ব্রুকলিন ইগিলের নামে উপস্থিত করিয়াছেন। মৌলটন, বিচারের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার উদ্যোগ [illegible]ছেন। এক জন সম্ভ্রান্ত স্ত্রী ডেলি টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে নালিশ করিতেছেন। টিলটন ওয়ারল্‌ড এবং ট্রাইবুন সম্বাদ পত্রের বিরুদ্ধে নালিশ করিতেছেন এবং একটি গ্রাণ্ড জুরিতে টিলটন ও মৌলটনের বিরুদ্ধে হুরমতবহার নালিশ করিতেছেন।

—বিলাতে কোন কোন রেলওয়ে কোম্পানি স্ত্রী লোকদিগের নিমিত্ত এদেশের রেলওয়ের ন্যায় স্বতন্ত্র গাড়ি করিতেছেন। এবং বিলাতের সমুদয় রেলওয়েতে স্ত্রী লোকদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র গাড়ি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে বিলাতের রেলওয়ে গাড়িতে যাহার একটু সৌন্দর্য্য আছে এরূপ কোন স্ত্রী নির্ব্বিঘ্নে ভ্রমণ করিতে পারেন না। অনেক সময় পুরুষেরা তাহাদের প্রতি অভদ্র আচরণ করে। ইংরাজেরা আমাদের দেশে নূতন নূতন আইন কাননের ফলাফল পরীক্ষা করেন। আমরা সেই রূপ তাহাদের দেশের সামাজিক পরিবর্ত্তনের ফলাফল দ্বারা উপকৃত হইতে পারি। এদেশীয়গণ যাহারা সামাজিক বিষয়ে ইংরাজদিগের অনুকরণ করিতে চান তাহারা অনায়াসে ইহা দ্বারা বিশেষ ফল লাভ করিতে পারেন। যাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্ত্রী দিগের স্বাধীনতা দিতে চান তাহারা একটু স্থির হইলে দেখিবেন, যে হিন্দুরা অনেক বিষয় দায় ঠেকিয়া এদেশে প্রচলিত করিয়াছিলেন।

—বেঙ্গাল টাইমস্ বলেন ঢাকার রেবারেণ্ড বাইয়ন সাহেবের বালক পুত্রদ্বয় একটি বীরত্ব ও দয়ার কার্য্য করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বালক দুটির বয়স তের চোদ্দ বৎসর। ইহারা ইংলণ্ডের কোন স্কুলে পাঠাভ্যাস করে। একদিন তাহাদের একটি সহপাঠি নদিতে পড়িয়া যায় এবং সে জল মগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে দেখিয়া বড় বালকটি তাহাকে উদ্ধার করিতে জলে ঝম্প প্রদান করে কিন্তু জল মগ্ন বালকটি তাহাকে এরূপ করিয়া আঁকড়াইয়া ধরে যে উভয়ের প্রাণ লইয়া টানাটানি উপস্থিত হয়। ছোট বালকটী ইহা দেখিয়া তাহার জ্যেষ্ঠের নিকট সাঁতারাইয়া গিয়া তাহাকে প্রায় মুমূর্ষ অবস্থায় তীরে লইয়া উপস্থিত করিল। সেখানে তাহাকে রাখিয়া সে কয়েক জন লোক ডাকিতে গেল, ইত্যবসরে বড ভাই একটু সতেজ হইয়া জল মগ্ন বালকটির নিকট পুনরায় সাঁতারাইয়া গেল এবং তাহাকে লইয়া তীরে উপস্থিত হইল। এই বালক দুটিকে কোন রূপ পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য।

—গত মাসে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ হইতে এক খানি বেয়ারিং পত্র প্রেরিত হয়। কি ভাষায় পত্র খানির শিরোনামা লেখা হয় তাহা লণ্ডন পোষ্টাফিশের কেহ পড়িতে পারে না। তাহারা অগত্যা এক জন লোক নিযুক্ত করিয়া সহরে যত বিদ্বান লোক আছেন [illegible] নিকট চিঠি খানি পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রথম ব্রিটিশ মিউসিয়ামের এক জন ভাষাবে[illegible] পত্র খানি দেখান হয়। তিনি অনেক ভাবিয়া [illegible]ন্তিয়া বলিলেন যে সম্ভবতঃ উহা আসেরিয়ান ভা[illegible] লিখিত, কিন্তু তিনি আসেরিয়ান ভাষা পড়িতে [illegible]রেন না। ব্রিটিশ মিউসিয়ামের আর এক জনকে [illegible] হইল তিনি বলিলেন যে উহা চিন ভাষার মত [illegible] হয় না, যদি উহা চিন ভাষায় লিখিত হইত তা[illegible] হইলে তিনি উহা নিশ্চিতই পড়িতে পারিতেন। অবশেষে ইণ্ডিয়া আফিশের প্রধান ব্যক্তিদের নিকট পত্র খানি পাঠান হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের মুখ পাত্র লাইব্রেরিয়ান সাহেব যিনি সব ভাষা জানেন তিনি সে সময় উপস্থিত ছিলেন না। যাহা হউক তাহার সুযোগ্য সহকারী পত্র খানি অনেক ক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন যে ইহা মালয়ে কি পালি ইহার কোন ভাষাতেই লিখিত হয় নাই। তৎপর উহা রিচমণ্ডে প্রেরিত হয়, সেখানে এক জন কানারিস ভাষা জানিতেন, কিন্তু তিনি বলিলেন যে উহা কানারিস ভাষা হইলে তিনি অবশ্য পড়িতে পারিতেন। এই রূপে এ প্রাণ্ডিত সে পণ্ডিত সকলের মস্তিষ্ক বিডোলন হইয়া গেল, কিন্তু পত্রের ঠিকানা কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। অবশেষে ইণ্ডিয়া আফিসের এক জন কর্ম্মচারী বলিয়া দিলেন যে বেসওয়াটারে দুই জন ভদ্র লোক আছেন্ তাহারা সম্ভবতঃ ইহার নিরাকরণ করিয়া দিতে পারেন। পোষ্টাফিশের পিওন সেখানে দৌড়িল এবং তাহাদের উভয়ের মস্তক একত্র করিয়া ঠিক করিলেন যে পত্র খানি তৈলঙ্গী ভাষায় লিখিত। পত্রের শিরোনামায় লেখা রহিয়াছে "নট পেডু অর্থাৎ বেয়ারীং। পত্র জরুর। লণ্ডনের পোষ্টাফিশ রাইটারকে অনুরোধ করি যে তিনি এই পত্র পাইবা মাত্র রাণীর হস্তে প্রদান করেন।" পত্রের ভিতর কি লেখা আছে এবং মহারাণী উহা গ্রহণ করিয়াছেন কি না তাহা জানা যায় নাই।

—কলিকাতার টমস স্কট নামক যে ব্যক্তি কিছু দিন হইল মুসলমান হইয়া নুর মামুদ নাম গ্রহণ করে তাহার নামে একটি গুরুতর মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। ঢাকুরিয়া বাগানে শেখ খোকা নামক এক ব্যক্তিকে কে ছুরিকা দ্বারা খুন করিয়াছে। টমাস স্কট তাহার হত্যাকারী বলিয়া ধৃত হইয়াছে।

—আমরা গত বার লিখিয়াছিলাম যে এক জন আয়া একটি সাহেবের পুত্রকে বিষ খাওয়াইয়া মারে। বিচারে আয়ার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে ক্যাপ টন টাইলর নামক এক ব্যক্তি এখানে পবলিকওয়ার্কের মেম্বর হইয়া আসিতেছেন। ইনি পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রেলওয়ের ইনেস্পেকটর ছিলেন।

—এ পর্য্যন্ত এদেশে যে আফিং বিক্রয় হইয়াছে তন্মধ্যে মালোয়া আফিঙ্গের ৭ মাসে যে শুল্‌ক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে পূর্ব্বের গণনা অপেক্ষা ৪৭৮০৫৯০টাকা অধিক দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গলায় ২১২৯৩০০ এবং মালোয়াতে ২৬৪১২৯০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

—ইংলণ্ডে নিয়ম হইয়াছে যে কর্জ্জ টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে কেহ কারারুদ্ধ হইবে না। ষ্টেট সেক্রেটরির ইচ্ছা যে ভারতবর্ষেও সেই রূপ আইন প্রচলিত হয়। তিনি লড নর্থ ব্রুকের নিকট এই বিষয়ে তাঁহার কি মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন।

—দিল্লি গেজেটে এক জন লিখিয়াছেন যে, নানার মৃত্যু হইয়াছে। নানা যখন পলায়ন করে তখন তাহার সঙ্গে অনেকে গমন করে। ইহার মধ্যে সিউদাদ [illegible] নামক এক ব্যক্তি ছিল। এ কুস্তি করিত এবং নানা ইহা[illegible] প্রতি দিন এক টাকা বেতন দিতেন। এক বৎসর [illegible] এই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। আজিমগড় জেলার মধ্যে [illegible] মোহাপর নামক গ্রামে ইহার নিবাস ছিল। এ গৃহে [illegible] ত্যাবর্ত্তন করিয়া বলে যে নানা সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। নেপালের জঙ্গলে [illegible] করিয়া তাহার জ্বর হয় এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। এই ব্যক্তি এবং আর কয়েক জন তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করে।

—আনুমানিক নানা সাহেব কানপুরে গিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেখানে তাহার বিচার করিবেন।

—১৮৭১ খৃঃ অব্দে কোথায় কত সম্বাদ তারে প্রেরিত হইয়াছে তাহার তালিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তালিকাটী এই। ফ্রান্সে ৭৮৪৭১০০ সম্বাদ, ইংলণ্ডে ১২০০০০০০, ইউনাটেট ষ্টেটসে ১২৪০৪০০০, ইটালিতে ২৫৮১০০০, সুইডজরলণ্ডে ১৫৭১০০০, জর্ম্মেনিতে ৭১০৮০০০, অষ্ট্রীয়াতে ৩৭৭৪০০০, বেলজিয়মে ২৩৮০৮৭০, এবং হলেণ্ডে ২০৫০০০০ সম্বাদ।

—ডাক্তার রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র ডাক্তার সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তীর স্থানে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মেটিরিয়া মেডিকার প্রোফেসরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

—যখন ভাগ্য প্রসন্ন হন তখন চারি দিক হইতে হন। শ্রীরঙ্গপাটামে একজন গৃহস্থের একটি গোরু এবং তাহার স্ত্রী উভয় গর্ভবতী হয় এবং উভয়েই এক রাত্রে প্রসব করে। আবার স্ত্রী যমজ পুত্র এবং গোরুটীও যমজ বৎস প্রসব করিয়াছে এবং চারিটিই জীবিত আছে এবং দিন দিন সজীব ও সবল হইতেছে।

—বোম্বাই গেজেট পার্সিদিগের বরাবরি সপক্ষতা করি… ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। পার্সিরা ২০ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া সম্পাদককে উপহার প্রদান করিবেন এরূপ উদ্যোগ করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে ১০ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে, আর ১০ হাজার টাকা সত্বর উঠিবার সম্ভাবনা। যদি ইংরাজী পদস্থ সম্পাদকেরা এ দেশীয়দিগের পক্ষ সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাহারা অনেকে এইরূপ ২০ হাজার টাকা পাইতে পারেন।

—ডাক্তার স্কিপটন সাহেব যশোর জেলে ষ্ট্রিকনিয়া বিষ খাওয়াইয়া অনেক গুলি কুকুর খুন করেন। এক দিন জেল খানার একটী কুকুরের উপর তাহার দৃষ্টি পড়ে। তিনি তাহাকে বিষ খাওয়াইবার প্রস্তাব করেন। সে কুকুরটী জেল খানার অনেকের ভারি প্রিয় ছিল। অনেকে তাহার নিমিত্ত ডাক্তারকে অনুরোধ করিল কিন্তু ডাক্তার তাহা না শুনিয়া তাহাকে ২০ গ্রেন বিষ মাংসের সঙ্গে মিসাইয়া খাওয়াইয়া দেন। কুকুর বিষ খাইয়া খানিক নিদ্রা যায়। সকালে বিষ খাওয়ান হয়, সাহেব বিকালে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন কুকুর বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। সাহেব তাহার পর দিন অধিক করিয়া তাহাকে বিষ খাওয়াইলেন। সে দিন ভাতের সঙ্গে বিষ দিলেন, কুকুর ঘুমাইল ও খানিক পরে বমন করিল। ডাক্তার বিকালে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে সে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। সাহেব ইহা দেখিয়া ভারি আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি ভাবিলেন জেল খানায় যে নেটিব ডাক্তার ছিলেন তিনি বুঝি কোন রূপ ঔষধ খাইয়া উহার বিষ উঠাইয়া ফেলেন এবং সেই নিমিত্ত বিষে কোন অনিষ্ট করে নাই। তৃতীয় দিন সাহেব কুকুরের হাত পা বাঁধিয়া গাড়ির উপর করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং স্বহস্তে তাহাকে আরো অধিক করিয়া বিষ খাওয়াইলেন। কুকুর নিদ্রা গেল ও বিষও জীর্ণ হইয়া গেল। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

—বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুম্দার বিলাতে সম্প্রতি একটি বক্তৃতা করেন। পাঁচ হাজারের অধিক লোক তাহার বক্তৃতা শুনিতে উপস্থিত হন। বক্তৃতা শেষ হইলে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সাহায্যার্থে দান সংগ্রহ করেন। হিন্দু যুবারা যদি বিলাতে গিয়া অর্থোপার্জ্জনের যত্ন করেন, তাহা হইলে কয়েকটি লভ্য হয়। প্রথম, সে দেশে বিস্তর অর্থ আছে, অধিক উপার্জ্জন হইতে পারে; দ্বিতীয় দেশের টাকা কিছু দেশে আসে; তৃতীয় ইংরেজেরা জানিতে পান যে বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক দেশের ধন গৃ…ত হইলে মনে কতক লাগে।

—রেজিষ্ট্রার জেনারেল সাহেব আমাদিগকে এই মর্ম্মে এক খানি সারক্যুলর চিটি পাঠাইয়াছেন। "ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে যে কোন পুস্তক কি প… প্রকাশিত হইবে, তাহাতে প্রিন্টারের নাম এবং কো… …াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে করা হয় তবে প্রকাশকের নাম এবং কোন স্থান হইতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। যাহারা ইহার অন্যথা করিবেন তাহারা হয় উর্দ্ধ সংখ্যা ৫০০০ হাজার টাকা দণ্ড দিবেন, অথবা উর্দ্ধ সংখ্যা দুই বৎসর বিনা পরিশ্রমের সঙ্গে কারাবাস কি ইহার উভয় দণ্ড ভোগ করিবেন। যেখানে এক ব্যক্তি প্রিণ্টার এবং প্রকাশক ও উভয় কার্য্য এক স্থানে হয় সেখানে এ দুই বিষয় পৃথক রূপে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।"

—জারমেনির একটী নগরীতে সম্প্রতি একটী অদ্ভুত ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এক জন সম্ভ্রান্ত যুবতী মহিলার মৃত্তিকা আহার করার ইচ্ছা প্রবল হয়। তিনি প্রত্যহ গৃহের বাহিরে গিয়া উদর পূর্ত্তি করিয়া মাটী খাইয়া আসিতেন। হঠাৎ উক্ত নগরে অত্যন্ত ফড়িঙ্গের উপদ্রব হয় এবং সমস্ত মাঠময় ফড়িঙ্গ পড়িয়া থাকে। মহিলা মৃত্তিকা আহার করিবার সময় বিস্তর ফড়িঙ্গ উদরস্থ করিয়া ফেলেন। ক্রমে তাহার একটী গুরুতর রোগ জন্মিল। তাহার …দ্ধির ভ্রংশ হইল এবং প্রতি দিন দুই হস্ত উত্তোলন… …য়া তিনি উড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা অনেক চিকিৎসা করিলেন কিন্তু রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। এক দিন অনেক গুলি পতঙ্গ ও ফড়িঙ্গ উড়িতে থাকে। মহিলা ইহা দেখিয়া অস্থির হন। তিনি বারম্বার লম্ফ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং আকাশে পতঙ্গদের সহিত উড়িয়া বেড়াইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন এবং এরূপ অধীর হইলেন যে তাহাকে আর কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি একটী প্রকাণ্ড লম্ফ প্রদান করিয়া আকাশ মার্গে উড্ডীন হইলেন এবং কিছু ক্ষণ পতঙ্গদিগের সহিত উড়িয়া বেড়াইয়া প্রায় পঞ্চাশ হস্ত উর্দ্ধ হইতে ভূমে পতিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়া মৃত্যু হইল এবং তাহার উদর হইতে রাশি রাশি ফড়িঙ্গ উড়িয়া যাইতে লাগিল। সকলে অনুমান করিলেন যে মৃত্তিকার সহিত যে সকল জীবিত ফড়িঙ্গ ইনি আহার ক…ছিলেন তাহারাই ইহাকে কিছুক্ষণ আকাশে উড্ডীন রাখিয়াছিল এবং ইহার যে অনবরত উড়িতে ইচ্ছা হইত তাহারও কারণ এই।

—গুইকারের আর এক বিপদ। তাঁহার রাজ্য মধ্যে যিনি পলিটীকাল এজেন্টের কার্য্য করেন তাঁহার নাম কর্ণেল ফিয়ার। এই ফিয়ার সাহেব গুইকারের পরম শত্রু। তিনি গুইকারকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। গুই কারের এত বদনাম রটাইবার হেতুও তিনি। কিছু দিন হইল কর্ণেল ফিয়ারকে তাহার খানসামা যখন সরবত পান করিতে দেয় তখন তাহাতে বিষ মিশ্রিত থাকে। কর্ণেল একটু পান করিয়াই টের পান এবং তিনি এই রূপে আপনার জীবন রক্ষা করেন। এটি কত দূর সত্য তাহা আমরা জানি না, তবে ফিয়ার সাহেব এইরূপ বলিতেছেন। কে তাহাকে বিষ পান করাইবার চেষ্টা করে তাহার অনুসন্ধান হইতেছে। গুইকার যেরূপ হতভাগ্য তাহাতে সম্ভবতঃ তাহার নামও ইহাতে সংলিপ্ত হইবে এবং তাহা হইলে তিনি এবার গিয়াছেন।

—বোম্বাই হাইকোর্ট খুলিয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের হাইকোর্টও খুলিয়াছে। কলিকাতার হাইকোর্ট আগামী সোমবারে খুলিবে।

—কাশ্মীরের মহারাজা নিজ ব্যয়ে একটী চিকিৎসালয় প্রস্তুত করিয়াছেন। খৃষ্টান মেকমল সাহেব বিনা ব্যয়ে কাশ্মীরিতে চিকিৎসা করেন এবং তাহার নিকট অনেক রোগী চিকিৎসা হইতে আগমন করে। এই সমুদয় রোগীর সাহায্যার্থে এই চিকিৎসালয়টী নিয়োজিত হইবে।

—ওলোন্দাজেরা নিজ গৃহে প্রবেশ করিবার স… জুতা খুলিয়া গমন করে। হলাণ্ডে মাতাল অত্যন্ত…

—এক খানি বিলাতী কাগজে কএকটী শোচনীয় সম্বা… প্রকাশিত হইয়াছে। কোপডান নামক এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করিয়াছে। ফ্রান্সেও দুই ব্যক্তির স্ত্রী হত্যা অপরাধে প্রাণ দণ্ড হইয়াছে।

—১৮৬৩ সালে আর এক ব্যক্তিকে নানা বলিয়া বন্দী করা হয়। অনেকে বিবেচনা করেন যে বর্ত্তমান নানাও সেই ব্যক্তি। কিন্তু যাহারা তাহাকে সে সময় দেখেন তাহারা বলিতেছেন যে এ সে নহে। সে আজমিরে ধরা পড়ে। তাহার পরণ পরিচ্ছদ যদিও অতি সামান্য থাকে, কিন্তু তাহার আচার ব্যবহার ভাব ভঙ্গিতে বোধ হয় যে সে এক জন বড় লোক। যে ব্যক্তি সম্প্রতি ধরা পড়িয়াছে সে ভদ্র লোকের আচার ব্যবহার কিছু জানে না, ইহাকে দেখিলে বোধ হয় ছোটলোক, দুষ্ট, সয়তান এবং চোর। ইহার বেশ বুদ্ধি আছে কিন্তু তাহা মার্জ্জিত নহে। এ কোন রূপ ভয়ের চিহ্ন দেখায় না কিন্তু কথায়২ ধর্ম্মতঃ শপথ করিয়া বলে যে সে নানা নহে। সে এখন বলিতেছে যে সে কখ…ন এরূপ কথা বলে নাই যে সে নানা সাহেব। সে গি… নিকট যে আবেদন পত্র পাঠায় তাহাকে বদলাইয়া আর কি লিখিয়া সিন্ধিয়াকে দেয়। সে বলে যে তাহার কোন শঙ্কা উপস্থিত হয় না, কারণ উপরে ঈশ্বর আছেন এবং নিচে মহারাণী আছেন। সে নানাকে কোন রূপ মন্দ কথা বলিয়া তিরস্কার করিতে পারে না, কারণ নানা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকে গালি দেওয়া শাস্ত্রে নিষেধ। তবে যে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আচরণ করিবে সে অবশ্য তাহার নিমিত্ত দণ্ডনীয় হইবে। সে বলে আমি ছত্রি, এবং ব্রাহ্মণের নিকট সে কুকুরের ন্যায় ঘৃণেয়। ছত্রিরা উলঙ্গ হইয়া বেড়ায়, তবে স্ত্রী লোকেরা লজ্জা পাইবে এই নিমিত্ত বস্ত্র ব্যবহার করে। এই রূপ রাউ যে ইহাকে দেখিলে বোধ হয় না যে কোন দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত এ মনে কোন রূপ কষ্ট পাইতেছে। সে বলে যে আমি এক জন গরিব লোক, আমাকে লইয়া লোকে কেন গোল করিতেছে। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যে বজ্জাতের এক শেষ। সে নিশ্চিন্তে আহার করিতেছে এবং নিদ্রা যাইতেছে। সে যে সিপাহি শান্ত্রি দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে তাহা সে লক্ষ্যও করে না।

—আমরা দ্বারভাঙ্গা হইতে এই পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। "এই দরভাঙ্গা নগরীতে বিস্তর ব্যবসায়ি লোক, ইহাদের নানা স্থানে টাকা পাঠাইবার আবশ্যক হয়। দুঃখের বিষয় এই যে ইদানিং আর্দৌ করেন্সী নোটের আমদানি নাই। যদি কোন কুঠিওয়ালা নোট স্থানান্তর হইতে আমদানি করে তবে সে ব্যক্তি কখন শতকরা ১ কখন ১।।০ টাকা বাঁটা লয়, তাহাও অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না। সব ডিবিজন কাছারিতে হিন্দুস্থানি লোক আর্দৌ নোট পায় না, থাকলে সাহেব লোক অক্লেশে পান, অতএব সরকার বাহাদুরের অতি কর্ত্তব্য যে প্রচুর পরিমাণে কারেন্সি নোট দরভাঙ্গা সব ডিবিশনে পাঠান এবং ট্রেজরি আফিসের প্রতি এমন আদেশ থাকে যে লোকে টাকা লইয়া প্রার্থনা করিলেই নোট পায়।"

—নানাকে লইয়া যে রূপ গোল উপস্থিত, সৈদ রেজা নামক এক ব্যক্তিকে লইয়াও এই রূপ গোল উপস্থিত হয়। দিল্লিতে ইংরাজদিগকে যে সিপাহীরা কাটে তাহাদের মধ্যে কালিকদাদ নামক এক ব্যক্তি প্রধান থাকে। সে পালায় এবং অদ্যাপি ধরা পড়ে নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে কালিকদাদ বলিয়া বরদাতে এক ব্যক্তি ধৃত হয়। তাহাকে সেখান হইতে পোলিসের দ্বারা বোম্বাইতে ও সেখান হইতে দিল্লিতে প্রেরণ করা হয়। দিল্লিতে তাহার বিচার হইয়া প্রমাণ হইল ইহার নাম সৈয়াদ রেজা, এ আলোয়ারের রা… নিকট চাকর ছিল এবং সিপাহী যুদ্ধের দেড়… পূর্ব্ব হইতে দিল্লি ছাড়া।

… হইতে আর এ…
… ইহার নাম মিস …

—এইরূপ রাষ্ট্র যে ইডেন সাহেব পঞ্জাবের লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইবেন।

—নেপাল রাজ্যের সঙ্গে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সীমা লইয়া যে বিবাদ থাকে, তাহার মীমাংসা করিবার নিমিত্ত ফরসিথ সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

—গবর্ণর জেনারেল ২৫এ নবেম্বর কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ২৬ তারিখে সোণাপুরে পৌঁছিবেন। সেখান হইতে ২৭এ তারিখে ছাপরায়, ২৯এ মতিহারি, ৩০এ মঝফাপুর, ১লা ডিসেম্বর দ্বারভাঙ্গায়, ৩রা বাঢ় উপস্থিত হইয়া ৪ঠা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

—গত বৎসর বাঙ্গলায় ৪৫৪৭১৮৯৭৩ টাকার বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি রফতানি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৭৯০৯৩২১৯ টাকা আমদানি এবং ২৭৫৩২৫৭৫৪ টাকার রফতানি হয়।

—এবার চিত্র ও কারু কার্য্যের যে প্রদর্শন হইবে তাহার উৎকর্ষের নিমিত্ত এ দেশীয়দিগের মধ্যে রাজা রমানাথ ঠাকুর বাহাদুর সি, এস, আই, রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর এবং বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র তিনটী পুরস্কার প্রদান করিবেন।

—বোম্বাইবাসী হর সামজিমদি নামক এক ব্যক্তি নানা সাহেবকে চিনিতেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহা[illegible]নাকে নিশানদিহি করিবার নিমিত্ত বোম্বাই হইতে কানপুরে লইয়া যান। তিনি কানপুর হইতে বোম্বাই টাইমসে তারে সম্বাদ পাঠাইয়াছেন যে এ ব্যক্তি নানা নহে।

—সম্প্রতি যে বৃষ্টি হয় তাহাতে শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়ার ধান্যের বিস্তর উপকার হইয়াছে।

—অযোধ্যাবাসীরা চিপ কমিসনারের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন যে ইংরাজেরা কুকুর পোষিলে তাহাতে দোষ হয় না, কিন্তু এ দেশীয়েরা কোন কুক্কুর পোষিলে তাহা রাজ কর্ম্মচারিরা মারিয়া ফেলেন। তাহাদের প্রার্থনা যে তাহাদের পোষা কুক্কুর রাজ কর্ম্মচারিরা হত্যা না করেন।

—আজ বৎসর কয়েকের কথা হইল যশোহরে এক জন জেলার সাহেবের একটী বৃহৎ বিলাতি পোষা কুক্কুর ছিল। এক দিন আমাদের দেশী একটী কুক্কুর জেলে আহার অন্বেষণে গমন করে। জেলারের কুক্কুর তাহাকে অপমান করে। সে অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আইসে। এসে আর২ কুক্কুরদিগকে বলে। এবং ১০। ১৫টী দেশী কুক্কুর এক জুঠ হইয়া একদিন জেলের কুক্কুরকে আক্রমণ করে। ভয়ানক যুদ্ধ হয়। যদিও জেলারের কুক্কুর বিলাতি ও সাহেবের এবং যদিও যুদ্ধ জেলের মধ্যে হয়, তথাচ ১৫ টী কুক্কুর এক বারে আক্রমণ করিয়া তাহাকে পরাস্থ করে। বিলাতি কুক্কুর মরণাপন্ন হইয়া পড়ে। কুক্কুরেরা চারিদিক হইতে তাহাকে দংশন করিতে থাকে এবং যে কুক্কুরটী ইতি পূর্ব্বে অপমানিত হয় সে তাহার গলার নলী এরূপ বল পূর্ব্বক কামড়াইয়া ধরে যে তাহার শ্বাস বন্দ হইয়া সে মাটিতে পড়িয়া যায়। সাহেব ইহা শুনিতে পান এবং অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়া দেশী কুক্কুর গুলিকে তাড়াইয়া দেন কিন্তু সেই অপমানিত কুক্কুরটী প্রাণান্তে বিলাতি কুক্কুরের গলা ছাড়ে না। সাহেব তাহাকে প্রথম লাঠির দ্বারা প্রহার করিলেন, তাহার চৈতন্য নাই, তাহার দৃঢ় সঙ্কল্প যে সাহেবের কুক্কুরকে সে হত্যা করিবে, সে কোন মতেই তাহাকে ছাড়িল না। সাহেব তাহার পর তাহাকে বল্লম দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন, তাহাতেও সে গলা ছাড়িল না। শেষে তাহার শরীর খণ্ড২ করিলেন, পেটের মধ্য হইতে নাড়ি বাহির হইল তথাচ সে ছাড়িল না। সাহেব প্রহার করিতে লাগিলেন, প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া সে প্রাণ ত্যাগ করিল। তথাচ সে তাহার শত্রুর গলা ছাড়িল না। বিলাতি কুক্কুরটী মরে [illegible]ক বাঁচে তাহা আমরা জানি না কিন্তু দেশী কুক্কুর যে [illegible]ই রূপ বীরত্ব দেখায় সেটী প্রকৃত। যে দেশে বীর[illegible]ের আদর আছে, যে দেশে বীরত্বে যশ মান মর্য্যাদা [illegible] উপলব্ধি হয় সে দেশে এরূপ কোন ঘটনা হইলে [illegible]দেশ রাষ্ট্র হইত, কবিরা ইহার বর্ণন করিয়া [illegible]খিতেন, বীরেরা [illegible] [illegible]ড়ি করিতেন। এ[illegible] [illegible]ক নহে।

প্রেরিত পত্র।

জঙ্গ বাহাদুরের বৈদ্যনাথ গমন।

শ্রীলশ্রীযুত জঙ্গ বাহাদুর বাবা বৈদ্য নাথের মঠের অর্থাৎ দেবায়তনের দ্বারে হাতি হইতে নামিলেন। পশ্চাৎ রাজ মহিলাগণের শিবিকা পৌঁছিবা মাত্র তাঁহারা স্বস্ব নরযান হইতে বাহির হইয়া সহচরীগণ সহ রাজ পুরুষকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। সম্পাদক মহাশয়, মণি মাণিক্য প্রবালাদি খচিত রত্নালঙ্কার ভূষিতা পট্ট বস্ত্রাচ্ছাদিতা দিব্য কামিনী সদৃশা রাজ পুর নারী সমূহে বেষ্টিত শুভ্র ঊর্ণা তন্তু বিনির্ম্মিত তনুত্রাণ পরিধায়ী মস্তকে বহু মূল্য রত্নময় টোপর শোভিত রাজ পুরুষকে দেখিয়া তৎকাল যেন তারাবলী বেষ্টিত সুধাংশু গগণ ছাড়িয়া ভূমিতে উদয় হইয়াছে আমার এই রূপ ভ্রম হওয়ায় তৃষিত চাতকের ন্যায় শশি সুধা প্রত্যাশায় তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিতে ছিলাম কিন্তু ঘন রূপী রাজ ভৃত্য সমূহের ঘোর গর্জ্জনে মনে ভয় হওয়ায় অমনি "হস্তি হস্ত সহস্রেণ" প্রাণ লইয়া পলাইলাম।

পরে শুনিলাম জঙ্গ বাহাদুর রাজ মহিলাগণ পরিবৃত্ত হইয়া উপরোক্ত বেশেই বাবা বৈদ্য নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অনুসঙ্গি সৈন্যগণ অগ্নিবাণ হস্তে মঠের দ্বার রক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। রাজ পুরুষ ও রাজপুর নারীগণ শিব লিঙ্গোপরি কয়েকটী রৌপ্য মুদ্রা পুষ্প চন্দনাদি সহ অর্পণ করিয়া পাণ্ডাকে তিনটী স্বর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিতরণার্থ ৫০ টাকা প্রদান করিয়া দেবালয় হইতে বহির্ভূত হইয়া স্বস্ব যানারোহণে যে স্থানে তাঁহাদের জন্য বস্ত্র গৃহ স্থাপিত ছিল সেই স্থানে জমিদারি কাছারি বাটিতে সহচরীগণ সহ প্রবেশ করিলেন। সদর দরজায় শান্ত্রির পাহারা পড়িয়া গেল। বাগানে একটী তাম্বুর মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান জেনরল বাহাদুর একটী সতরঞ্চিতে বসিলেন। বাহিরে রাজভৃত্যগণের মধ্যে পাঁঠা ঘৃত লুচি সন্দেসের বড় আদর দেখিলাম না। "দহি চুড়ার" সাপট ঢাকের বাদ্যের কার্য্য করিতে লাগিল। শ্রীলশ্রীযুক্ত জঙ্গ বাহাদুর প্রায় এক প্রহর কাল অন্তঃপুরে শ্রান্তি দূর করিয়া সহসা সহচরী কামিনী কুলসহ একে২ নরযানারোহণে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। কতক গুলী ব্রাহ্মণ কিছু পাইবার [illegible]শায় স্বস্তি বাচন করিতে লাগিল কিন্তু এক দল বাদ্য[illegible] তুমুল বাদ্য কাণ্ড করায় রাজ পুরুষ যেন বাদ্য শব্দে বধির প্রায় হইয়া কোন দলেরই প্রার্থনায় অবধান না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সম্পাদক মহাশয়! নেপাল রাজ পুরুষ জঙ্গ বাহাদুরের যেরূপ সুখ্যাতি ও ঐশ্বর্য্য শুনিয়াছিলাম এই তীর্থ যাত্রায় তাঁহার তদ্রূপ কোন কার্য্যই দেখিলাম না। হিন্দু দিগের মধ্যে তীর্থক্ষেত্রে প্রায় অকাতরে দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করার রীতি পুরাকাল হইতে প্রচলিত আছে ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি সৎপ্রথার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক রাজ পুরুষদিগের মধ্যে উক্ত প্রথা সমস্ত কেন আদরণীয় নহে? বিচারে প্রবৃত্ত হইলে ভবিষ্যৎ পুরাণোল্লিখিত কলিযুগ প্রভাব ভিন্ন আমার সামান্য বুদ্ধিতে আর কিছুই স্থির হয় না।

কস্যচিৎ পরিদর্শকস্য

গোবরডাঙ্গা ব্রাঞ্চ রোড।

প্রায় ২০। ২১ বৎসর গত হইল গোবরডাঙ্গা নিবাসী প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় শিব নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বদান্যতার একটি ব্রাঞ্চ রোড গোবরডাঙ্গা হইতে যশোহর রোডের চোমদর গ্রাম পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার দৈর্ঘ্যতা প্রায় ৫ মাইল হইবেক। গোবরডাঙ্গা ও তৎ পার্শ্বস্থ অনেক গুলি ভদ্র পল্লি জনগণের কলিকাতা গমনাগমনের এই এক মাত্র রাস্তা। এইক্ষণে ঐ ব্রাঞ্চ রোডটী গবর্ণমেণ্ট হস্তে ন্যাস্ত হইয়াছে। বর্ষাকালে এ রোডের অধিকাংশ প্লাবিত হইয়া পথিকগণের যে প্রকার কষ্টপ্রদ হয় তাহা বর্ণনাতীত, [illegible] কি ভদ্র সন্তানেরা যাঁহারা বারেক এপ্রদেশে এমন সময় গমনাগমন করিয়াছেন আর কখন তথায় যাই[illegible] সহজে অভিলাস করেন না। আক্ষেপের বিষয় এই [illegible] গোবরডাঙ্গার মিউনিসিপালিটি ধনশূন্য নহে, আরও তথায় সুবিখ্যাত জমিদার মহাশয়দিগের বাস স্থান, এবং ধনবান বহুতর মহাজনগণ ব্যবসায়ী বাণিজ্য করিয়া থাকেন, এ সকল সত্ত্বেও রাস্তাটীর এখন পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা মোচন হইল না। জন সাধারণ দ্বারা যে হইবেক ত[illegible]হারও প্রত্যাশা নাই। এতাবতায় সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট হ[illegible]ক্ষেপন না করিলে ভাগ্যহীনদিগের উপায়ান্তর নাই। [illegible]হাদিগের ব্যয় কুণ্ঠ হইবার আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না কারণ কলিকাতা হইতে এক মাত্র যে সকল পণ্য দ্রব্য সামগ্রী আমদানী ও রপ্তানি হয় তদুপরে সামান্য হিসাবে "টোল" বসাইলে, ২। ১ বৎসর মধ্যে রাস্তা সংস্কারের সাংদায়িক ব্যয় ভূষণ আদায় উশুল হইবেক। গোবরডাঙ্গা অতি প্রসিদ্ধ স্থান। তথায় ধনশালী অনেক মহাজন ও জমিদার বাস করেন। বিশেষতঃ প্রায় শতাধিক গুড় এবং চিনির বড়২ কারখানা থাকাতে অনবর[illegible] গাড়ির যতায়াত এবং আমোদরপ্ত হইয়া থাকে। যদিচ ট্যাক্‌সের কথা শুনিলে জন সাধারণের ভয় উৎপন্ন হয় বটে, তথাপি মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করা যাইতেছে যে এই ব্রাঞ্চ রোডটীতে যাতায়াতের ভ[illegible]টের ক[illegible] মনে হইলে, সকলে হৃষ্টচিত্তে কিছু২ প্রদান করি[illegible] কুণ্ঠিত হইবেন না।

জনৈক ভুক্ত ভোগী।

দারজিলিং।

দারজিলিং পাহাড়ে আজকাল জুয়া খেলায় অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন কি দোকানদার ব্যবসাদার ও কুলী মজুরে পর্য্যন্ত স্বীয়২ জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া, দিন রাত্রি আহার নি[illegible] ত্যাগ করত জুয়াতে মত্ত হইয়াছে। কত লোকের সাম্ব[illegible]সরিক সঞ্চিত ধন এক মুহূর্ত্তেই হস্তান্তর হইতে[illegible] কেহ বা নগদ টাকা অভাবে পরিবারের অলঙ্কারা[illegible] লইয়া জুয়ায় নিক্ষেপ করিতেছে, ও কেহ বা বিনা কার[illegible] অধমতম পদ গ্রহণ করিতেছে। এক রাত্রির মধ্যে কাহা[illegible] বা পোষমাস কাহারও বা সর্ব্বনাশ হইতেছে। কি[illegible] এ বিপদ নিবারণের কোন উপায়ই লক্ষিত হয় না[illegible] যদি জিজ্ঞাসা করেন যে এখানে কি পুলীশ নাই? অবশ্যই আছে, কিন্তু যখন পুলীশ কর্ম্মচারিরা অনেকে গোপনে এই কার্য্য লিপ্ত তখন আর কি হইতে পারে।

আবার অদ্য ৩ দিবস গত হইল এই ক্রীড়া উপলক্ষে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একজন কুলীর সর্দ্দার জলা পাহাড়স্থ একজন বাঙ্গালী মোসলমান দোকান দারের সহিত রজনীযোগে জুয়া খেলায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু কিছু ক্ষণ পরে দোকানদার পরাজিত হয়, এবং সর্দ্দার টাকা লইয়া গমনোদ্যত হওয়ায়, দোকানদার সর্দ্দারকে পুনরায় খেলিতে বাধিত করে। সর্দ্দার তাহার কথা না শুনাতে বাক্ যুদ্ধ হইতে হইতে সর্দ্দারের কয়ে[illegible] জন কুলী আসিয়া, দোকানদারের মস্তকে আঘাত করে[illegible] তাহাতে মস্তক ফাটিয়া যায় এবং তাহার পুত্রকে হ[illegible] দ্বারা এরূপ প্রহার করিয়াছে, যে তাহারা পিতা পুত্রে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে, এবং দোকানদারের পক্ষের লোক আসিয়া উভয়কে দোকানের উপর উঠাইয়া রাখে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় যে ঐ সময়ে নিকটস্থ পুলীশ কনষ্টেবেলকে সমাচার দেওয়ায় সে কহিল "এত্না রাত্মে উঠনে নেহি সক্তা, ফজরমে দেখেঙ্গে" এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। দারজিলিং পুলিসের এই দুর্দ্দশা! আহত ব্যক্তিরা দারজিলিং দাতব্[illegible] চিকিৎসালয়ে চিকিৎসার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। মো[illegible]কর্দ্দমার বিচার কি হয় বলা যায় না।

দারজিলিং
১০ নভেম্বর

শ্রীচুঃ—
একজন পাঠক

☞এই পত্রিকা কলিকাতা বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চা[illegible]য্যের গলি ২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবা[illegible] শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত [illegible]